জীবনায়ন

দেবব্রত সুর চৌধুরী

গুপ্তপ্রেশ
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসমীর কুমার বসু
গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা
লেন কলিকাতা—৯

(গ্রন্থকার কর্তৃক অভিনয় স্বত্ব সংরক্ষিত)

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn. No. ২৮০১০ Date ৪.৭.৮১

B18010

মুদ্রাকর—শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা
লেন কলিকাতা—৯

জীবনায়ন

বাবার পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশ্যে

দেবব্রত

১৯৪৯ সনের ১৩ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রঙ্গমহল রঙ্গমঞ্চে কলিকাতা রেনেসাঁস্ ক্লাব কর্ত্তৃক জীবনায়ন অভিনীত হয়। পরিচিত অপরিচিত অনেকেই নাটকটির প্রশংসা করেন। New York Herald Tribune এর তৎকালীন ভ্রাম্যমান সংবাদদাতা Mr. Martin Ebon ৬ই নভেম্বর, ১৯৪৯ এর New York Herald Tribune এ নাটকটি সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনাক্রমে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন—

India's moral crisis, which has developed since the partition of the Subcontinent into the Indian Union and Pakistan, has found its reflection in the drama as well as in literature and the arts. It is a crisis that has grown from the terror of post-partition riots, the continuing evidence of man's inhumanity to man in India today and a sharp disillusionment with the spirit of self assertive nationalism.

India's new generation of dramatic writer is seeking to express this current uncertainty on the stage. So far the beginings are experimental and show how little of modern dramatic technique has filtered across the oceans. But substantial progress was revealed in the recent staging of Jibanayan, a play written by D. Sur Chowdhury. The three hour play calls for sixteen actors. Obviously, Chowdhury sought to find personifications for most of the main trends in Indian life today.

But out of this multitude of people on the stage, several charactrisations emerge forcefully. The play's hero, who represents intelligent optimism in conflict with cynicism, is surrounded by a group of characters who could not possibly be found on the stage in any other part of the World......"

স্বভাবতই আমি নাটকটি প্রকাশ করার মত উৎসাহ পাই। কিন্তু পেশাদারী রঙ্গালয়ের দ্বারা যে নাটক অভিনীত হয়নি তা যদি প্রতিষ্ঠাবান লেখকের না হয় তা হলে তার বিক্রি হওয়া এদেশে অত্যন্ত দুষ্কর। এ সত্ত্বেও যে প্রকাশক সে নাটক প্রকাশ করেন তাঁকে সাহসী এবং নাট্যরসিক বলতেই হয়—অজয় কুমার বোস্ মহাশয় সে পরিচয় দিলেন।

বাংলার নাট্যজগৎ বড় দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে কি করছেন জানিনা। তবে কয়েকটি অপেশাদারী সংঘ থেকে যে কিছু কিছু চেষ্টা চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ নাটকটি সে প্রচেষ্টায় কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারলে সার্থক মনে করবো।

অবশ্য পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এখনও শিশির বাবু, নরেশ বাবু, মনোরঞ্জন বাবু বা অহীন্দ্র বাবুর মত প্রতিভাশালী নট বর্ত্তমান। এঁদের সাহায্যে এবং অপেশাদারীদের উদ্দীপনায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের পুনরুত্থান এখনও অসম্ভব নয়।

প্রথম রজনীর অভিনয় যাদের অভিনয় কুশলতায় সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল তাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে লোকেনের ভুমিকায় সরজিৎ চ্যাটার্জির নাম করতে হয়। শান্তির ভুমিকায় লীলাবতী (রঙ্গমহলের সৌজন্যে), প্রবীরের ভুমিকায় মুকুল ভট্টাচার্য্য, বিষনের ভুমিকায় সুনীল ভট্টাচার্য্য ও মরনের ভুমিকায় রমাপতি বর্দ্ধন সুন্দর অভিনয় করে।

নাটকটির গান তিনখানি রচনা করেছে মলয়কুমার ঘোষ। প্রচ্ছদপট এঁকেছে অহিভূষণ। তা ছাড়া নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছে শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র সেন, সমরেন রায়, শিবনারায়ন রায়, অনাথনাথ মিত্র, সুনীলকৃষ্ণ দত্ত, অরুণকুমার ভট্টাচার্য, গৌর ঘোষ ও কান্তি দাস।

এঁরা ও অভিনেতাগণ সবাই আমার বন্ধু—সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

দেবব্রত

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

—চরিত্র—

নরেন—এক সময়ে সন্ত্রাসবাদী ছিল।

পঁয়ত্রিশের ওপর বয়স কিন্তু এ বয়সেই দু-পাঁচ গাছা চুলে পাক ধরেছে। পূর্ব্বে দেহে যে প্রচুর শক্তি ছিল এ ওর মোটা মোটা হাড়গুলো দেখলেই বোঝা যায়। গালের হাড় দুটো অপেক্ষাকৃত উঁচু তাতে মুখে দৃঢ়তার রূপ দিয়েছে। চোখের কোণে কালি যেন ওর উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ওর চাল চলন ও কথাবার্ত্তার পেছনে প্রায় সর্ব্বদাই একটা গভীর চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। কণ্ঠস্বর গম্ভীর প্রশান্ত। সব মিলিয়ে ওর চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশমান।

প্রবীর—বয়স বাইশ কি তেইশ। মূর্ত্তিমান হতাশা। শরীরের প্রতি অবহেলায় স্বাস্থ্যের ক্ষীনতম অবস্থা। তা সত্ত্বেও ওর মুখের লাবণ্য লুপ্ত হয় নি। ওর বড় বড় চোখে, ওর কণ্ঠের মাধুর্য্যে, ওর কথাবার্ত্তায়, চাল চলনে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

[illegible]—মেদবহুল চেহারা, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। কেশ বিরল প্রকাণ্ড মস্তক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটো চোখ—যেন সাপের চোখ। অত্যধিক পান খাওয়ায় সাদা কালো খয়েরীতে মিশে দাঁতে একটা অদ্ভুত রং দেখা দিয়েছে। মোটা এক গাছা পৈতা যেন ওর ব্রাহ্মণত্ব সগর্ব্বে ঘোষণা করছে।

[illegible]—বয়স প্রায় চল্লিশ। পাট কলের মজুর। রোগা চেহারা ওকে শান্তির স্বামী বলে মনে হয় না। শারীরিক দুর্ব্বলতাজনিত কুণ্ঠা ঢাকবার চেষ্টাতেই ও নরেনের কাজে সাহায্য করে নিজেকে বিষনের চেয়ে উচ্চতর লোক বলে শান্তির কাছে প্রমানের চেষ্টা করে।

বিষন—গাট্টা গোট্টা শক্তিশালী চেহারা। বয়স প্রায় ২৫। গলায় কাল কার দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো মাদুলি।

শচীন—বামপন্থী রাজনৈতিক কর্ম্মী। বয়স বাইশ কি তেইশ।

সুন্দর—বয়স তেইশ চব্বিশ। চেহারাটা রোগা হলেও ওকে দেখলেই বেশ ভীতি [illegible] হয় ও অবলীলাক্রমে খুন করতে পারে। অথচ ওর কাজ চন্দনার নাচের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজানো।

মমতাজ—পাট কলের মজুর, মরণের সহকর্ম্মী। শচীনের ইউনিয়ানের উৎসাহীকর্ম্মী। মরণের সমবয়সী।

শ্রীদাম—ম্যাট্রিক পাশ। কোন সওদাগরী অফিসের স্বল্প বেতনের কেরাণী। তেইশ চব্বিশ বছর বয়স।

গোপাল—দশ এগার বছর বয়সের বালক, পিতৃহীন বেশে ভিক্ষা করে।

কাবুলীওয়ালা। সেলিম। পিয়ন। ন্যাংটে (খোঁড়া ভিখারী)। ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির পাঁচজন সদস্য। কয়েকজন বস্তির অধিবাসী।

শান্তি—মরণের স্ত্রী। নিটোল স্বাস্থ্যই ওর সৌন্দর্য্য। ওর সুস্বাস্থ্যের কারণেই বোধ হয় ওর প্রাণ প্রাচুর্য্য। মরণের দ্বারা স্বভাবতই ও তৃপ্ত নয়। বিমলের শক্তিমত্তায় ও তার প্রতি আকৃষ্টা।

চন্দনা—রাস্তায় নেচে গেয়ে ভিক্ষা করে। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে আলাদা আলাদা করে বিচার করলে ওকে কুৎসিত বলতে হয়। কিন্তু ও কুৎসিত ঠিক নয়। হয়তো ওর মুখের কারুণ্যই ওকে লাবণ্য দিয়েছে।

সুখোর মা—ভিখারিণী।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—আরও কয়েকটি ভিখারী, ভিখারিণী, অন্ধ, আতুর ইত্যাদি লোকেদের ভিক্ষা-লব্ধ পয়সা দিয়ে গেল দেখাতে পারলে ভালো হয়। এই দৃশ্যে ছায়া অভিনয় দেখাতেই হবে এমন কথা নয়। দর্শকের মনে দাঙ্গার স্মৃতি আনতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হবে

জীবনায়ন

১ম দৃশ্য

নরেনের ঘর।

বস্তির একটি খোলার ঘরের অভ্যন্তর। পেছনের মাটির দেয়ালের মাঝখানে একটা গরাদহীন জানালা। জানালা দিয়ে রাস্তার লোকেদের কাঁধ পর্য্যন্ত দেখা যায়। জানালার উল্টো দিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে গ্যাসপোষ্ট। ঘরের বাঁদিকে দাওয়ায় যাবার দরজায় একটা মলিন চটের পর্দ্দা ঝোলানো। ডানদিকে ঘরের বাইরে যাবার কাঠের দরজা। ঘরের পেছনের দেয়ালের কাছাকাছি দুপাশে দু'টো খাটিয়া। ডানদিকের খাটিয়াটি সাবান কাচা পরিষ্কার চাদরে ঢাকা। এই খাটিয়ার ওপরে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো একটা দড়িতে কাপড় গামছা। ঐ খাটিয়ার নিচে একটা সুটকেশ। খাটিয়াটির মাথার কাছে একটা বাঁশের র‍্যাক্-এ অনেক বই, খাতা ইত্যাদি। জানালাটার ঠিক নিচে পুরনো খবরের কাগজের গাদা। ঐ খাটিয়াটিরই মাথার পাশে টুলের ওপর একটা হ্যারিক্যান। এটাই নরেনের; অন্যটা বিষনের, অপরিষ্কার। ভোর ৭টা। পর্দ্দা উঠতে দেখা যাবে নরেনের খাটিয়া খালি। বিষনের খাটিয়ায় ও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর একটা হাত মাটিতে ঠেকেছে। জানালা দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে। চটের পর্দ্দা ঠেলে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া ঢুকে সূর্য্যের আলোয় বিচিত্র দেখাচ্ছে। বিষনের নাকে মুখে ধোঁয়া ঢুকছে। রাস্তা দিয়ে দু'একজন লোক যাতায়াত করছে। দূরে কাক ও কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

বিষন। [ভীষণ ভাবে কাশিয়া] এই হারামজাদি মাগি উনুনটা সরাবি? একটু যে ঘুমোবো তার কি জো আছে হারামজাদির জন্যে [কাশি]। এই শালি আমি উঠলে কিন্তু ভাল হবেনা বলছি।

শান্তি। [কোমরে আঁচল আঁট সাট করিয়া বাঁধা ; পাখা হাতে, চটের পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ] সকাল বেলা মুখ খিস্তি করিস্‌নে বলছি। উনুন আমি কোন চুলোয় সরাবো ? মাস পয়লায় খুব রোজগার হয়েছে বুঝি, তাই সারারাত তাড়ি টেনে এখন নওয়াবি হচ্ছে।

বি। তোর বড্ডো বাড় হয়েছে, দু'ঘা না পড়লে তেলানী কমবেনা দেখছি।

শা। ওরে পোড়ামুখো ফের আমার গায়ে হাত তুলেই দেখ।

বি। তবেরে—[উঠিয়া ডান হাতে শান্তির চুলের মুঠি ধরিতে শান্তি মুখ ঘুরাইয়া হাতে কামড়াইয়া দিল] উঃ উঃ উঃ—ঃ শালি কামড়ে দিলেরে' ! ইস্‌—মাগীর দাঁতে কি বিষ—এঃ !

শা। আয়না মারবি আয়—খ্যাংরা মেরে আজ তোর বিষ ঝাড়বো—আসুক নরেনদা কাগজ ফিরি করে, তোর চাম্‌ড়ায় আজ ডুগ্‌ডুগি বাজাবো। [প্রস্থান]

বি। উঃ শালি কুত্তা—কি বিষ করছে ! এই শান্তি একটী পেঁয়াজ ঘষে দিয়ে যা বল্‌ছি। কেটে গেছে—দিয়ে যা মাইরী।

শা। [চটের পর্দ্দা সরাইয়া] আর লাগবি আমার সঙ্গে [বিষন নিরব] কিরে লাগবি আর, এই নে [একটি পেঁয়াজ ছুঁড়িয়া দিল] খুব লেগেছে ?

বি। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস্‌নে [পেঁয়াজটি কামড়াইয়া হাতের আহত স্থানে ঘষিতে ঘষিতে শুইয়া পড়িল, শান্তি একটু হাসিয়া চলিয়া গেল]

(একটু পরে **নরেনের প্রবেশ**। হাতের খবরের কাগজের তাড়া হইতে একটি কাগজ লইয়া বাকি কাগজগুলো ঘরের এককোণে রাখিল। তারপর জামা খুলিয়া খাটিয়ার পার্শ্বে টাঙ্গানো দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে—)

ন। **এই বিষন**—এখনও ঘুমোচ্ছিস্‌ ! [খাটিয়ার উপর বসিয়া খবরের কাগজটি

পড়িতে পড়িতে] কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলি? কখন বাড়ী ফিরলি? লোকেনকে খবর দিয়েছিস্? ওরে শান্তি একটু চা দিবি?

শা। [নেপথ্যে] যাই বাবু। পোড়া কয়লা শালা ধরতেই চায়না। তুমি কাগজ পড়ো ততক্ষণে হয়ে যাবে—আমি জলটা চাপিয়েই আসছি, তোমার ঠেনে একটা নালিশ আছে।

ন। [বিষনকে] কিরে লোকেনকে খবর দিয়েছিস্?

বি। হুঁ।

ন। কখন আসবে?

বি। বলেছে তো সকালেই আসবে—ও আর এসেছে!

(**শান্তির প্রবেশ**—ধোঁয়া লেগে চোখে জল এসেছে। হাতের পিঠ দিয়ে মুছতে মুখে কালি লেগে গেল)

শা। তুমি বিষনকে থামাবে না একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে?

ন। আবার মারামারি করেছিস্? নাঃ তোদের নিয়ে আর পারলুম না!

শা। আসুক মিন্‌সে বাজার থেকে, আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন!

ন। [বিষনকে] এই, তুই আবার ওকে মেরেছিস্!

বি। ও আমার হাত কামড়ে দিল যে!

শা। তুই আগে আমার চুল টেনে দিলি কেন? লজ্জা করে না মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে—হাতে বাত হবে, পচে পচে খসে যাবে!

ন। তুই যা শান্তি চা নিয়ে আয়, আমি ওকে সায়েস্তা করছি, [নরেনের অলক্ষে দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া শান্তির প্রস্থান] কাল রাত্তিরে আবার তাড়ি টেনেছিস তো? পয়সা পেলি কোথায়? পকেট মেরেছিস?

বি। [উত্তেজনা ও বিরক্তির সহিত] কার পকেট মারবো—শালার লোকেদের পকেটে কি আর রেস্ত আছে—ইঁদুরে ডন্ মারছে—উল্টে শালারা এ্যায়সা

মারে আজকাল—লোকটা যে মরে যাচ্ছে সে খেয়াল থাকেনা। মজিদ ছোঁড়াটাতো সেদিন মরেই গেল—শালা হাত না পাকতেই গিসলো হাত চালাতে। লোকেন বেটাচ্ছেলেকে মানা করলুম "ওকে পাঠিওনা," শালা এ্যায়সা চামার, বলে "বসিয়ে বসিয়ে আমি কদ্দিন খাওয়াবো"—এখন শালার ছেলেটা যে মরে গেল।

ন। তোকে না চুরি করতে [শান্তির চা লইয়া প্রবেশ] মানা করেছি।

শা। ও করবেনা চুরি! ওর বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ ঐ করে জেলে পচে মলো।

বি। বাপ তুলিস্‌নে বলছি হারামজাদি—নিজের সোয়ামীকে ফাঁকি দিয়ে পিরিত করে বেড়াস—[রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মরনের প্রবেশ]

ম। [প্রবেশ করিয়াই] বিষনে, তুই নাকি আবার শান্তিকে মেরেছিস?

বি। বেশ করেছি মেরেছি—আয়না শালা, কি করবি? শালা মেরে তবলা খিঁচে দেবো।

ম। দেখেছো নরেনদা ওর ব্যবহারটা—ভাল কাজের বেলা নাম নেই।

বি। ওঃ লে লে তোর ভাল কাজ, আমার—

ন। [ধমক দিয়া] কি হচ্ছে কি? শান্তি তোর তরকারী পুড়ে যাচ্ছে—গন্ধ বেরিয়েছে।

শা। ও মা তাইতো! [প্রস্থান]

ম। আমি ওকে কত বললুম—পকেট মারা ছাড়, লোকেনের আড্ডা ছাড়, সর্দ্দারকে বলে তোকে কলে কাজ নিয়ে দিচ্ছি—তারপর আয় নরেনদার সঙ্গে ইস্কুলটা করি—তা না।

বি। থাক খুব হয়েছে? আর কলের কাজে কাজ নেই! হেঃ, খাটবো খুটবো টাকার বেলা ঢুঁ ঢুঁ—তবু শরীরটা আছে।

ন। তা বলে তুই চুরি করবি?

বি। তা কি করবো—ভিক্ষে করবো ?

(**শ্রীদামের প্রবেশ,** মরন একটা খবরের কাগজের হেড লাইন পড়ার চেষ্টা করিতে বসিল)

শ্রী। নরেনদা, দেখতো দরখাস্তটা ঠিক আছে কিনা [একটা দরখাস্ত নরেনকে দিল]।

ন। [দরখাস্তটায় চোখ বুলাইয়া] কেন, অফিস যাবেনা কেন ? কি হয়েছে তোমার ? [শ্রীদামের দিকে তাকাইতেই সে লজ্জায় মুখ লুকাইল]

ম। কি আর হবে—কালী মার্কা ভর করেছিলো আর কি—

শ্রী। [অতিরিক্ত ভাবে] না নরেনদা

ন। কাল মাইনে পেয়েছো—বাড়ীতে টাকা পাঠিয়েছো ?

শ্রী। আমি নরেনদা—আমার মোটেই ইচ্ছে ছিলনা, ঐ বিষ্‌নেটা—

বি। ওঃ বিষ্‌নেটা—যতদোষ নন্দ ঘোষ—কচি খোকা—ঝিনুক দিয়ে খাইয়ে দিস্‌লুম, না ? বেটা ঢক্‌ঢক্‌ করে গিলে চল্‌লো ইয়ের পাড়ায়। বেটার পায়ে ধরে বল্‌লুম "নরেনদা মানা করেছে তাড়িতো খেলামই, ও পাড়ায় আর যাস্‌নে" বেটা ঝটকা মেরে চলে গেলো—পকেট ফাঁক-এখন যা শালা তোর চোদ্দ পুরুষের উদ্ধারকর্ত্তা—[কাবুলিওয়ালার প্রবেশ]—এই যে আইয়ে বৈঠিয়ে।

(শ্রীদাম পলাইতেছিলো)

কা। সেলাম নরেন্দর বাবু [শ্রীদামকে]—এ-ছিড়িদাম, ভাগতে কেঁও।

শ্রী। [দাঁড়াইয়া পড়িয়া অপ্রতিভ ভাবে] না না পালাবো কেন, বড্ডো ই'য়ে—আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।

ন। বসো শ্রীদাম, কাজ আছে। [শ্রীদাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসিয়া একটা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকাইল]

(বিষণ ধীরে ধীরে এক পা এক্‌ পা করিয়া পলাইতে ছিল)

ন। ও কিরে বিষণ ?

বি। [অপ্রতিভ ভাবে] কৈই কি—কিছু না তো।

কা। বিষণ বহুত আচ্ছা আদমি আছে—উ লেতাভি হ্যায় আওর দেতাভি হ্যায়—লেকিন ছিড়িদাম বহোত বেইমান আছে, উ লেতা আউর দেনেকা বখৎ ভাগতা হ্যায়। [বিষন প্রসন্ন ভাবে বসিল]

শ্রী। আমি তো আর বিসনের মত গাঁটকাটা নই যে হামেসাই পয়সা পাবো। তোমার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবোনা—প্রমোশান্‌টা হয়ে যাক্—

বি। ও ভারি সাধু পুরুষ রে! শালা রেশানের বিলাক্ করিস্ তার আবার অতো ফুটানি।

শ্রী। ও সবাই করে। ব্ল্যাক্ করা আর গাঁটকাটা—হ্যাঃ।

ন। তা তো বটেই দু'টো কি আর এক কথা হলো ? আজকাল তাহলে তো ব্যবসা করা মানেই গাঁটকাটা হতো!

শ্রী। বলো তো!

কা। ছোড়ো ভাই—হাম্ আচ্ছা আদ্‌মী আছে—দুস্‌রা কই হোতা তো ডাণ্ডাকা জোরসে্ পয়সা নিকালতা।

(দূরে কলের বাঁশী একটানা বাজিয়া চলিল-দুমিনিট। শান্তি চটের পর্দ্দা সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া)

শা। ও মিন্‌সে, দুটো গিল্‌বে ? ওদিকে যে কলের পয়লা বাঁশী বাজলো।

ম। এইরে—আমি যাই। [নরেনকে] কই তুমি না বলেছিলে লোকেন আস্‌বে। ও বেটা সহজে রাজি হবেনা। তুমি জোর না করলে হবেনা।

ন। [বিষনকে] কিরে লোকেন এলো নাতো—যা দেখি, ওকে যেখান থেকে পারিস্ ধরে নিয়ে আয়।

ম। অনেক ধরে করে জনা কুড়ি রাজি হয়েছে—তাড়াতাড়ি না করলে আবার সব বিগড়ে যাবে। যারে বিষন যা।

বি। য্যা য্যা তুই তোর খোঁয়াড়ে যা—'হাতী ঘোড়া গেল তল্ শালা মশা বলে কত জল'!

(বিষনকে শোধরানো যাবে না এই ভাব প্রকাশ করিয়া **মরণের প্রস্থান**)

বি। 'শালা বি, এ, পাশ্ করবে।

ন। তাইতো—তাড়ি খাবেনা, চুরি করবেনা—লেখা পড়া শিখবে—মরণটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, না'রে বিষন?

বি। লেখা পড়া শিখে সবাই সব করলো—[শ্রীদামকে দেখাইয়া] ওই যে একটা পাশ দিয়েছে।

ন। খুব হয়েছে - যা—শ্রীদামকে নিয়ে যা দিকি—লোকেনকে বলবি, আজও যদি না আসে—আমি চার পাঁচ দিন গিয়ে ওর দেখা পাইনি খালি পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তা'হলে ভাল হবেনা।

শ্রী। চলরে বিষনে [বিষন অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠিল] নরেনদা দরখাস্তটা, আমি লোকেনকে পাঠিয়ে দিয়ে বাজারে যাবো—Black Board টা আর বইগুলো কিনে আনি আজ। টাকা দাও।

ন। বেশ—[খাটের তলা হইতে সুটকেশ্ বাহির করিয়া খুলিয়া টাকা দিল] কুড়িটা পেন্সিল, আর কুড়িটা খাতাও কিনে আনবে।

শ্রী। সব সুদ্ধ, কত টাকা উঠ্‌ল?

ন। তোমরা আর তুলতে পারলে কই—চন্দনা একাই কুড়ি টাকা তুলে দিয়েছে।

শ্রী। তাই নাকি?—চল্‌রে বিষন।

ন। এই নাও দরখাস্ত (দরখাস্ত লইয়া শ্রীদাম ও বিষনের প্রস্থান)

(পথ দিয়া কলের শ্রমিকরা চলিয়াছে।
তাহাদের মধ্যে মমতাজকে দেখিয়া)

ন। মমতাজ, এই মমতাজ্ [মমতাজ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল] তোদের কি হল ?

ম। দু'চার দিনের মধ্যেই ফয়সালা হয়ে যাবে। শালাচ্ছেলেরা হিন্দু-মুসলমান তুলে বাগড়া বাধিয়েছিলো আরকি! তা শানিবাবু সাম্‌লে নিয়েছে [কাবলাওয়ালাকে দেখিয়া] দেরী হয়ে গেল—এক মিনিট দেরী হয়ে গেলে আবার শালারা আধরোজ কেটে নেবে।

কা। আরে এ এ মমতাজ [মমতাজ রাস্তার ভিড়ে মিশিয়া গেল]

(**শান্তির** এক গেলাস চা লইয়া **প্রবেশ**)

কা। দেখিয়েতো বাবু সাব্, আভিতোক হামকো কুছ মিল্‌লো না। লেড়কা চিঠি লিখিয়েছে জেনানা বেমার হায় রূপেয়া ভেজো। হামারা বহোৎ গোস্যা হইতেসে।

(শান্তি কাবুলীওয়ালার হাতে চায়ের গেলাস দিয়া)

শা। গোস্যা হইতেছে তো হাতে ডাণ্ডা রেখেছো কেনে ? দাওনা দু'ঘা বসিয়ে।

কা। হাবে বেটি খুন খারাপি ঠিক নেহি—এ্যায়শা করলে আল্লা নারাজ হোবে।

শা। ওঃ “ক্ষেত নেই ধান আর গলা নেই গান” কাব্‌লের আবার আল্লা।

(সকলে হাসিয়া উঠিল) (**ডাক পিয়নের প্রবেশ**)

পিয়ন। নরেনবাবু, মনি অর্ডার [বসিয়া কাগজ পত্র বাহির করিতে লাগিল]

শা। আমার চিঠি আছে ?

পি। তোমায় আবার কে চিঠি লিখবে ?

শা। [একটু ঝাঁঝিয়া] কেন—আমার কি কেউ নেই নাকি ?

ন। কত টাকা ?

পি। পনর—

শা। কে পাঠালো বাবু ?

ন। [মনিঅর্ডারফর্মটি দেখিয়া] ঐ যে লেখাটা পাঠিয়েছিলাম কাগজের অফিসে—তারা পাঠিয়েছে। [সই করিল]

শা। লিখলে টাকা দেয় ! [নরেন হাসিল, পিয়ন টাকা দিয়া ফর্মটি ফেরত নিলো]

পি। আজকের কাগজের খবর কি বাবু ?

(শান্তি ঘরটি গুছাইতে লাগিল)

যুদ্ধটুদ্ধ আবার লাগবে ?

কা। হাঁ বাবু সাব - ফিন্ লড়াই লাগবে ? [কণ্ঠে আগ্রহের আভাস]

ন। লড়াই লাগা কি ভাল ? এই না তুমি শান্তিকে বলছিলে খুন খারাপি ভালবাসনা।

কা। ক্যায়া তাজ্জব কি বাৎ আপ বোলতে হেঁ—লড়াই তো খুন নেই উস্‌মে থানা পুলিশ নেহি ! লড়াই বাহাদুরী কা বাৎ আছে।

ন। কিন্তু লড়াইতে যে দলে দলে লোক খুন হয়—একটা লোক খুন করা যদি খারাপ তবে দলে দলে লোক খুন করা কি ভালো।

শা। [পিয়নকে হঠাৎ] এই, একটা চিঠি আমায় দাওনা ?

পি। সে কি—[সবাই হাসিয়া উঠিতে শান্তির অপ্রতিভ হইয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া প্রস্থান].

পি। পাগল !

ন। [কাবুলীকে] এটম বোমা শুনেছো ?

কা। যোবম জাপানমে গিরাকে আমেরিকা লড়াই জিতলো—ও হাম খুব জানে।

ন। [হাসিয়া—পরে] লড়াই লাগলে ওই বোমা যদি এখানে একটা ফেলে লাখ লাখ লোক কাচ্চা বাচ্চা সব খুন হয়ে যাবে।

কা। কাচ্চা বাচ্চা পর ফিক্‌বে কিনো? বহোৎ বহোৎ খারাপ—[একটু চিন্তা করিয়া] তব্‌ ভারীভারী আদ্‌মী সব লড়াই করে কিনো? মিডেল ভি কিনো দেয়?

(প্রবীরের প্রবেশ)

প্র। Well, well, well, good morning everybody, good morning এই যে খাঁ সায়েব—you are a great man, so nice a physique, so courageous লাঠির জোরে কারবার চালানো সেকি সোজা কথা—You are a modern state, কিন্তু অতবড় মাথাটায় যদি একটু বুদ্ধি থাকতো! Problem টাতো ঐখানে—যাদের জোর আছে তাদের বুদ্ধি নেই যাদের বুদ্ধি আছে তাদের জোর নেই—Hallo নরেন—[বলিতে বলিতে বসিল) তোমার স্কুল কদ্দুর, এঁ্যা ?

ন। শান্তি, প্রবীর – এক পেয়ালা চা।

শা। [নেপথ্যে] হবেনা, দুধ নেই—গুড়ও নেই।

প্র। Oh dear, dear, Santi is an angel, ও যদি অতো মুখ খারাপ না করতো আমি ওর প্রেমেই পড়তাম। Well Santi, let us have salted tea—নুন দিয়ে করে আনো।

(শান্তি চটের পর্দা সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া)

শা। কি বোকছো—ভারী আমার বিদ্যাদিগ্‌গজ—তবু যদি দু'পয়সা রোজগার করতে! বলে "আমার সব ছিল," সব ছিল না ছাই ছিল [এই কথাটি বল্‌লে প্রবীর আঘাত পায় শান্তি জানে]

প্র। কেউ আমায় বিশ্বাস করে না—আমিও না—But Santi why should you not believe me—তোমার কাছে আমার মিথ্যে বলে লাভ?

ন। শান্তি নেবু দিয়ে এক পেয়ালা চা করে নিয়ে আয়—ওকে বকাস্ নে।

[শান্তি মুখ সরাইয়া লইল]

পি। ও নরেনদা আপনি বল্‌তে চান না কেন বলুন তো—আপনি এখানে কেনো পড়ে আছেন ? কত দিন শুধলুম।

প্র। "এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"—হাঃ হাঃ হাঃ—পিয়ন খুড়ো এর কথাটা ওর কাছে ওর কথাটা তার কাছে বয়ে নিয়েই মলে খামের মাঝে কথাটা কি সেইটেই জানতে পারলে না আজও।

পি। ছি ছি—চিঠি খুলে পড়া—সে কি কথা—ছি ছি—চলি বাবু অনেক দেরী হয়ে গেল—অনেক গুলো রেজেষ্টারী আছে।

(প্রস্থান)

প্র। [পিয়নকে উদ্দেশ্য করিয়া] নরেনের খামের কথা আর জিজ্ঞেস করো না সময় হলে আমার মত ও নিজেই পোষ্টকার্ড হয়ে উঠ্‌বে, বেশি দেরী নেই—হাঃ হাঃ হাঃ—

কা। প্রবীর বাবু আপ তাড়ি খাইয়ে পয়সা বরবাদ করবে—তভি হামারা পয়সা দিবে না কিনো ? আপতো গুণী আদমি আছে এ্যায়সা করকে আপ্‌না জিন্দেগী কাহে বরবাদ করতে হেঁ।

(নরেন উঠিয়া জানালা দিয়া একবার বাহিরে দেখিল তারপর ফিরিয়া আসিয়া একটি খাতা খুলিয়া কি যেন লিখিতে লাগিল)

প্র। জিন্দগী বরবাদ এ্যাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ—খাঁ সাহেব ভাল একটা গান বেঁধেছি শুনবে। (আবৃত্তি—প্রথম প্যারাগ্রাফ। খাঁ সাহেব গাইতে পারো ?

কা। হামি বাংলা গানা নেহি জানতা।

প্র। হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে—কেউ গাইতে পারে না—তাও হয় নাকি ? ধর ধর—(প্রবীর এক প্যারাগ্রাফ্ গাহিল কাবুলী নীরব) ধর খাঁ সাহেব ধর—ভাল

লাগবে—দেখবে সুদ পেয়েও এত ভাল কোনদিন লাগে নি (প্রবীর গাহিতে লাগিল ও কাবুলীকে গাহিবার জন্য ঝাঁকুনি দিতে লাগিল—কাবুলী হাসিতে হাসিতে গান গাহিবার চেষ্টা করিতেই সবাই হাসিয়া উঠিল)

গান

প্রাণটাকে যে পণ ধরেছি
জীবন মরণ খেলায়
অনেক অবহেলায়।
উড়িয়ে দেবার পুড়িয়ে দেবার
মাতন লাগে প্রাণে এবার
মন ছুটেছে মাতাল হয়ে
নিরুদ্দেশের মেলায়।
লক্ষীছাড়ার দলে আমি
একটি ভাগ্যহত
আরাধ্য মোর অলক্ষীরই সাধি সকল ব্রত
গণ্ডী বাঁধা মোটেই যে নই
মায়ার বাঁধন নেইত কোনই
আপনাকে তাই ভাসিয়ে বেড়াই
আপন খেয়াল ভেলায়।

(**শান্তি** চা লইয়া **প্রবেশ** করিয়া)

শা। আঃ—ভর দুপুর বেলা ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছে দেখোনা—বুড়ো বুড়ো দামড়াগুলো—

প্র। শান্তি, ধরো ধরো তুমিও ধর বেড়ে হবে mixed chorus—

শা। আ—মর্ পোড়ার মুখোর ঢং দেখে আর বাঁচিনা—ও তোমার চন্দনাকে গিয়ে নাচাও গে, দু'পয়সা রোজগার হবে।

প্র। Oh dear, dear—তুমি মেয়েমানুষ হলে কেনো শান্তি ?

শা। তোমার মুখে নুড়ো দিতে—নাও গেলো চা যে বরফ হয়ে গেল।

(চা দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে)

ও নরেন দা—আজ আর খাবে না ?

ন। লোকেনটার জন্যে বসে আছি—এবেলা আর কোন কাজ হল না দেখছি—দেখি আর একটু (শান্তির প্রস্থান)

কা। বাবু সাব্, কুচ্ছুতো মিল্‌লো না তাগাদা মে দুস্‌রা জাগা জানা হোগা—চলে, ইয়ে লোকেন আগিয়া [প্রস্থান]

(লোকেনের প্রবেশ)

ন। এই যে লোকেন, তুমি তাহলে আসতে পারলে ? বসো বসো—চা খাবে ?

লো। না থাক্ অনেক বেলা হল।

ন। খাও খাও চায়ের আবার বেলা অবেলা কি ?

লো। তা একরকম সত্যি কথা।

ন। শান্তি—

শা। (চটের পর্দ্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইয়া) আওয়াজ পেয়েই জল চাপিয়েছি৭

(নরেন হাসিয়া ফেলিল)

ন। তোকে বড্ডো খাটাই না ? (শান্তি মুখ সরাইয়া লইল)

লো। শান্তি মেয়েটি বড় ভাল। মরনটার্ কিন্তু ভারি দুঃখু ওর সঙ্গে ওর মিল মিশ নেই—

ন। বিষন, সাইকেলটা নিয়ে এই কাগজ গুলো চন্দ্রনাথকে দিয়ে আয় তো—

বলবি এ বেলা আর আমার যাওয়া হলনা। লোকেন, তোমার জন্যেই আমার দেরী হয়ে গেল।

লো। গরীব মানুষ পাঁচটা কাজের ধান্দায় ঘুরি।

বি। দুটো টাকা দাওনা নরেনদা।

ন। টাকা কি করবি ?

বি। দাও না, শান্তি বলছিল সিনেমা দেখতে যাবে, টিকিটটা কেটে আনি— যা ভীড় দেরী হলে ফুরিয়ে যাবে।

ন। এই নে [দুটো টাকা দিল]। কাগজগুলো আগে দিয়ে যাস্।

(**শান্তির** চা লইয়া **প্রবেশ**। **বিষনের প্রস্থান**)

লো। কেমন আছিস্ শান্তি ?

শা। ভালো [চা দিল]

লো। বিষন তোর জন্যে সিনেমার টিকিট কাটতে গেল।

শা। [নরেনকে] তুমি টাকা দিলে বুঝি—হয়েছে—ও আমায় সিনেমা দেখাবে না ছাই—ও টাকা দিয়ে ও নির্ঘাৎ তাড়ি গিলে আসবে।

প্র। [বিষাদের হাসি হাসিয়া] সিনেমার চেয়ে তাড়ি অনেক ভাল। **বীনাট খুব সিনেমা দেখতে ভালবাসতো।** [একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল]।

শা। তুমি তাতো বলবেই—সব এক গোয়ালেয় গরু তো।

(নরেন প্রবীরের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইল)

ন। আঃ শান্তি—যাক্‌গে, সে দেখা যাবে, এখন লোকেন, তোমার ঘরটা কবে ছাড়্‌ছো ? স্কুলের সব ঠিক—আগামী সপ্তাহেই আরম্ভ করবো।

লো। সে তো খুব ভাল কথা বাবু—আমি কি তাতে আপত্তি করেছি। তবে

আমি ভাবছি কি আপনি আজ আছেন কাল নেই, ইস্কুলটাও তখন উঠে যাবে—মাঝখান থেকে আমার ব্যবসাটা—

ন। আমি আজ আছি কাল নেই কেন ?

লো। মানে, এখানে কেন যে এখনও আপনি পড়ে আছেন জানি না। বোমা পিস্তল মেরে আপনার মত যারা স্বদেশী করতেন তারা আজকাল সব বড় বড় চাকরী করছে। আপনিই বা আর এই নরকে কতদিন থাকবেন। কি বল শান্তি—এ্যা।

শা। ও নরেনদা – তোমার ইস্কুলে মেয়েরা পড়বে না ?

ন। নিশ্চয় পড়বে – কেন ? তুই পড়বি নাকি ?

শা। পড়ে আর কি হবে ? আমি কাকে চিঠি লিখবো ? একটা ভাই—একবার খোঁজও নেয় না।

প্র। [একটু উত্তেজিত ভাবে] ভাই – কেন খোঁজ নেবে—কেন নেবে ?

(নরেন কথাটা চাপা দিবার চেষ্টায়
শান্তিকে ইঙ্গিতে মানা করিল।)

ন। [শান্তিকে] তোর ছেলে হোক্, বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে বিদেশে চাকরী করতে যাক্ তখন সে তোকে কত চিঠি লিখবে।

শা। আমার ছেলে আমাকে চিঠি লিখবে ? নিজের হাতে? কিন্তু কি করেলিখবে ?

ন। কি করে আবার, লেখাপড়া শিখবে। সেইজন্যেই তো স্কুল করছি – একটা ঘর পাচ্ছিনা—দেখছিস্না লোকেন কিছুতেই ঘরটা দিতে রাজি হচ্ছেনা—তুই একটু বল্না ওকে।

শা। তুমি পড়াবে ?

ন। আমি তো পড়াবই', তা ছাড়া প্রবীর পড়াবে—শ্রীদাম—

প্র। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] না না না—আমি পড়াবোনা, কেন পড়াবো ?

ওরা আমার কে ? কি হবে পড়িয়ে ? এ পৃথিবী তো মানুষের জন্যে নয়— কোথায় মানুষ ? হারিয়ে গেছে ! হারিয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় গেল ? কেন গেল ? কে বলবে ? You are a fool নরেন—you are one of those fools who tried to live.—মরাটাই সত্যি। মরতেই যখন হবে তখন বাঁচতে চাও কেন ? তাইতো সবাই মরছে—Procession করে মরছে and you try to live—হাঃ হাঃ হাঃ—yes মরাটাই সত্যি ওরা ঠিকই করছে। তুমি যদি মরতে না চাও তোমায় মেরে ফেলছে plan করে—plan করে—[প্রস্থান]

নিস্তব্ধতা

[একটু পরে]

শা। এইরে আমার চচ্চড়িটা বুঝি পুড়ে গেল—গন্ধ বেরিয়েছে

(প্রস্থান)

লো। বোনের শোকটা আজও ভুলতে পারলনা—কেমন করেই বা ভুলবে। চোখের সামনে শুয়ারের বাচ্চারা অমন করে মারল—ওকি ভোলা যায়। আপনি আবার সেই মোছলমানের সঙ্গে মিলতে বলেন—ছি ছি ছি। প্রবীরবাবু বোধ হয় একেবারেই পাগল হয়ে যাবে—বেড়ে গান বাঁধে।

(লক্ষ্য করিল যে নরেন কিছু শুনিতেছে না। নরেনের দৃষ্টি যেন বহু দূরে নিবদ্ধ—গভীর চিন্তামগ্ন)

চাল নরেনবাবু—আমার আবার—

ন। এ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘরটা কবে খালি করে দিচ্ছ ?

লো। আমায় মাসখানেক সময় দিন—

ন। না অত দেরী করলে চলবেনা। হপ্তাখানেকের মধ্যেই ঘর খালি করে দিতে হবে। তোমার যা ব্যবসা তা তুলতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগা উচিত নয়—পুলিশ টের পেলে আরও তাড়াতাড়ি উঠ্‌বে।

লো। আমি যদি ঘর না দি তাহলে পুলিশে লাগাবেন না কি ?

ন। [দৃঢ় কণ্ঠে] পুলিশে লাগাবার কথা নয়—তোমার ব্যবসাটা খারাপ, ওটা তুলে দিতে হবে এই আমার শেষ কথা। এই জন্যই তোমায় ডেকে ছিলাম। আমি দেখি প্রবীরটা আবার কোথায় গেল। [নরেন জামা পরিয়া বাহির হইয়া গেল। লোকেন তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল]

লো। আচ্ছা, আমার পেছনে লাগা, হেলে দেখেছো কেউটে দেখোনি। বেটা খুনে কোথাকার। দেশ উদ্ধার করতে এসেছেন—পতিত পাবন—বেটা মতলববাজ। মরনটাওতো আচ্ছা'—বেটার নাকের ডগায় বেটার ইস্ত্রীর সঙ্গে লটর পটর হচ্ছে তা নরেনদা বলতে অজ্ঞান। বাবা ওসব ভদ্দরবেশী স্বদেশীওলাদের খুব চিনি। সেদিনের ছোকরা আমায় এসেছে ভালমন্দ শেখাতে। ভদ্দরলোকেরা সব মানুষের খুন চুষে চুষে গ্যাড়ী বাড়ী করছে, মেয়ে মানুষ রাখছে তাদের উদ্ধার করতে পারেন না—এখানে এসেছে আমার পেছনে লাগতে। ওটা বড় শক্ত ঠাঁই কিনা। আচ্ছা, আমিও লোকেন চক্কোত্তি যদি বামুনের ছেলে হয়ে থাকি তো ওকে এখান থেকে—থাক্ সে কথা আর বল্লুম না।

২য় দৃশ্য

লোকেনের ব্যবসাঘর।

ওই বস্তিতেই একটা পুরোনো দালানের একটি আস্তর চটা নোংরা কোঠা। ঘর
রং এক সময় সাদা ছিল। পেছনেব দেয়ালেব মাঝখানে একটা ছোট্ট জানালা। বাঁদি
একটা দরজা বাড়ীর ভেতরে যাবার। ভেতরের ঘরে ভিখারীরা থাকে। ডানদিকের দর
বাইরে যাতায়াত করার।

জানালার ওপবে কুলুঙ্গিতে চন্দন ও সিঁদুর মাখা একটা গনেশের মূর্ত্তি। ঘরের মাঝখ
একটা ভাঙ্গা টেবিল ও একটা টিনের চেয়ার। বাঁদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা নড়বড়ে বেং
তার ওপর কড়ায় দড়ি লাগানো একটা সিঙ্গেল রিড্ হারমনিযাম। তার ওপরে এক জোড়া ঘুঙ্গু
ঘরের এক কোনে একটা কুঁজো, পাশেই কয়েকটা টিনের গ্লাস্। কুঁজোর পেছনে কয়েকটা খ
ও একটা ভর্ত্তি তাড়ির বোতল। টেবিলের ওপব একটা লাল হিসেব লেখাব খাতা।

সন্ধ্যা ৭টা। সীন উঠ্তেই দেখা যাবে একটি উড়িয়া ঠাকুর গণেশের পূজো দিচ্ছে।

(লোকেন ও মরণের প্রবেশ)

লো। আয়রে মরণ আয়, বোস্। [মরণ বসিল, লোকেন গণেশ প্রণাম করি
বসিল। উড়িয়া ঠাকুর লোকেনের কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া দি
লোকেন ঠাকুরকে একটি পয়সা দিল, ঠাকুর চলিয়া গেল] নে একটা প
খা [ফতুয়ার পকেট হইতে একটা পানের ডিবা বাহির করিয়া মরণকে এব
পান দিল, নিজে একটি খাইল] বলি হ্যাঁরে মরণ, আমি কি তোদের শ
বিপদে আপদে এ পাড়ায় কে তোদের পেছনে দাঁড়ায়? আর তো
আমারি পেছনে লেগেছিস্?

। না না তোমার পেছনে লাগবো কেন—তবে কি জানো—

লো। শোন তবে, তোকে খুলেই বলি। তোকে ক'দিন থেকেই ডাকবো ডাকবো ভাবছি—কথাটা বলবো বলে। শেষকালে যদি কিছু একটা হয় তখন আমাকেই তো বলবি—"লোকেনদা তুমি থাকতে এমনটি হলো ?"

ম। কিসের কথা বলছো ?

লো। ইস্কুল করবি—আরে সে তো ভাল কথা—একথা কি অত করে বোঝাতে হয়। কিন্তু আগে নিজের ঘর সামলে তবে না সব কাজ ? তোর তো কোন দিকে নজর নেই। দুনিয়াটাকে নিজের মতই ভাবিস।

ম। তুমি কি বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা - একটু খুলেই বলো না।

লো। আরে সেই জন্যেই তো তোকে ডেকেছি। [পান চিবাইয়া একটু পরে] আচ্ছা, নরেন বাবু লোকটাকে তোর কেমন মনে হয় বল দিকি। অনেক দিনতো তোর ঘরে আছে।

ম। না দাদা—ওরকম লোক আমি দেখিনি। অমন লেখাপড়া জানা লোক অথচ আমাদের সঙ্গে পড়ে আছেন—

লো। কিন্তু কেন ? এ পাড়ায় এত লোক থাকতে বেছে বেছে তোর ঘরেই বা এত আড্ডা কেন ? আমার বাড়ীতে এসেও তো থাকতে পারতেন।

ম। মানে !—প্রথম আমার এখানেই এসে উঠেছিলেন তাই রয়ে গেছেন।

লো। সাধে কি বলি মরণ তোর মত ভালমানুষ হয় না। দুনিয়ায় এত ভাল ভাল যায়গা থাকতে তোর ওখানেই অত কষ্ট করে থেকে যাচ্ছেন কেন ? ঐ যে তোদের ইউনিয়ানের নেতা শচীন বাবু—তাঁর কি তোদের জন্যে কম দরদ ? কই তিনি তো—

ম। মানে ! তুমি কি বলতে চাও।

লো। বলতে আমি কিছুই চাইনা, তোর ঘরে সোমত্ত জোয়ান বৌ, দেখতে শুনতে খারাপ নয়, একটা বাইরের লোক এসে—

ম। ওকি কথা !! না না ওসব কথা তুমি বলো না। নরেনদা সে রকম লোক নয়।

লো। না হলেই ভালো ভাই—না হলেই ভালো। জীবনে অনেক ঠকেছি, অনেক শিখেছি, তাই তোকে বললাম, পরে না আমায় দুষতে পারিস।

ম। না না, তুমি ওসব বাজে কথা রটিওনা। নরেন বাবু দেবতা লোক। তবে তুমি বিমলেটাকে একটু বলে দিও ওর স্বভাব চরিত্তিরটা ভালো নয়। আচ্ছা আমি এখন চলি।

লো। আয়, নে, একটা বিড়ি ধরিয়ে নে [মরণ বিড়ি ধরাইয়া চলিয়া গেল]

(লোকেন বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে ওর মুখ চোখ হিংস্র হইয়া উঠিল। বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল)

লো। দেবতা লোক! আচ্ছা দেবতাগিরি বার করছি। সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোবেনা দেখছি। [সুখোর মার প্রবেশ] কিরে নেংটেটা কোথায় ?

সু'মা। ও ন্যাংটাতে ন্যাংটাতে আসছে, আমি আগে আগে চলে এনু।

লো। কির'ম হল আজ ?

সু'মা। ধ্যাৎ, একটা ছেলে দিয়েছো বাঁদরটাকে চিমটি কেটে কেটে নোখ বিষিয়ে গেল—জোরে চেঁচায়ই না। চিঁ চিঁ করে—তা রাস্তার লোক শুনতেই পায় না। কান্না না শুনলে লোকে পয়সা দেয় ?

লো। ও আমি তখনই নিতে চাইনি—নন্দবেটাচ্ছেলে হাতে পায়ে ধরে আট আনায় দিয়ে গেলো। শালা নিজে ধুঁকছে ক্ষয় কাশে—বৌটাতো সেই দাঙ্গার সময় সরেই পড়েছে না মরেই গেছে। খেতে পায় না তা চেঁচাবে কোত্থেকে ? দিলিনে কেন গলাটা টিপে।

সু'মা। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল দি।

লো। তা' কত হ'ল ?

সু'মা। তা কই আর হলো—মোটে দু'গণ্ডার পয়সা।

লো। দেখ মাগী মিছে কথা বলিস্‌নে। ছেলেটা না চেঁচাক, তোরতো ষাঁড়ের মত গলা। [ন্যাংটের খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ ও এক কোণে উপবেশন] তোর চেঁচানো শুনলে আর ঐ রোগা ছেলেটার দিকে তাকালে লোকের যা দয়া হয় তাতে কমসে কম দেড়টা টাকা রোজগার হবেই।

সু'মা। আমি কি মিছে কথা বলছি। ঐতো ন্যাংটেটাকে জিজ্ঞেস করো না—ওতো আমার কাছেই ছিল। কিরে ন্যাংটে বল না—আমার কত হলো আজ।

ন্যাং। তোর কত হল তার আমি কি জানি! [থলে থেকে একটা সেঁকা রুটি বের করে চিবুতে লাগল]

সু'মা। আ মরণ, "কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি" দে তোকে যে দু'পয়সার চা খাওয়ালাম, দে সে পয়সা দে।

লো। ওসব রাখ এখন। কার বাপের পয়সায় চা খাইয়েছিস্‌রে হারামজাদি? দে কত পেয়েছিস্‌—নইলে জুতিয়ে পিঠের চামড়া ছিড়ে নেবো! এই ন্যাংটে বের কর কি পেয়েছিস্‌।

ন্যাং। আমার কাছে মিথ্যেটি পাবে না সদ্দার। আজ সেই মেড়ো মাগীটা গঙ্গা চানে কেন জানি এলো না। দু'গণ্ডার পয়সা মারা গেল। এক বাঁনচোৎ ভুড়িয়াল্‌, আমার পাশে একটা ষাঁড় বসেছিল ওটাকে জিলিপি রুটি খাইয়ে গেল অত—কত কাঁদলুম মেড়োটা ফিরেও তাকালো না। ও চলে যেতেই ষাঁড়ের মুখ থেকে দুটো রুটি কেড়ে নিয়েছি মাইরী। বেড়ে মোটা মোটা রুটি। এই দেখো না।……তা' এই নাও চোদ্দ আনা।

লো। শালা চোদ্দ আনা? ইয়ারকি মারার যায়গা পাওনি। সবাই মিলে মগের মুল্লুক পেয়েছো। শালা খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করলুম—"যার

শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গছ দাঁতের গোড়া" আজ তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন। [চটি খুলিতে লাগিল]

ন্যাং। না না মেরোনি সর্দ্দার, মোরোনি—এই লাও পাঁচ সিকে, আর কিছু নেই সর্দ্দার, নেংটো করে দেখো—সত্যি বলছি। [লোকেন পয়সা লইল]

লো। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে।

(ন্যাংটের প্রস্থান)

সু'মা। এই লাও যা আছে, ঝেড়ে পুছে লাও [লুকানো আঁচল হইতে কিছু পয়সা বাহির করিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

লো। "লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে?" "যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর" না হলে হয়? [পয়সাগুলি কুড়াইয়া লইতে লাগিল]

(সেলিমের প্রবেশ)

সে। সব্বনাশ হয়ে গেছে সদ্দার সব্বনাশ হয়ে গেছে শশীটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। বল্লুম ওকে পাঠিওনা এখনও হাত সাফ্ হয়নি—

লো। যা যা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিসনে—মেরেছে নাকি? শালা মারের চোটে আড্ডার কথা না ফাঁস করে দেয়। শালা দুনিয়া শুদ্ধ লোক চুরি করছে তার বেলা পুলিশ নেই যত ঝঞ্ঝাট আমার বেলা?

সে। কি হবে সদ্দার যদি আড্ডার কথা ফাঁস করে দেয়!

(**গোপালের** ছড়া কাটিতে কাটিতে **প্রবেশ**, বিড়ি খাইতেছে)

গো—

লোকেন চক্কোবত্তি
মাথাটি একরত্তি
আস্তাকুড়ে আধলা পাস্
জিভ বাড়িয়ে তুলতে যাস্

(সেলিম হাসিয়া ফেলিল)

লো। [তাড়া করিয়া] তবেরে বিছুটির বাচ্চা। বের কর পয়সা।

গো। [কানামাছি খেলার মত সরিয়া যাইয়া]

লোকেন লোকেন গন্ধ কয়
লোকেন ছুলে নাইতে হয়
লোকেন বাবু কোকেন খায়
গাধায় চড়ে স্বর্গে যায়।

(কতগুলি পয়সা ছুড়িয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল)

লো। প্রবীরটা নাই দিয়ে দিয়ে ছোঁড়াটার মাথা খেয়েছে। [পয়সা কুড়াইতে লাগিল]

সে। কি হবে সর্দ্দার—শশী যদি আড্ডার কথা ফাঁস করে দেয়—

লো। সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না, দে তুই কত পেয়েছিস্।

সে। আজ কিছু হলোনি সর্দ্দার—শুধু এই কলমটা—শশীটাকে ধরতেই কেমন যেন ভয় করতে লাগল। [কলমটা টেবিলে রাখিল]

লো। ভয় করতে লাগলো, বেটা পকেট মেরে মেরে হাতে কড়া পড়ে গেল, এখন ভয় করতে লাগল—বেরো বেরো আমার সামনে থেকে।

সে। কিছু দাও সর্দ্দার একটা দানা পানি আজ পেটে যায়নি!

লো। কিছু পাবি না যা, বেটা রোজগারের বেলা নাম নেই, খালি দাও, দাও—বাপের জমিদারী পেয়েছিস্?

সে। দাও সর্দ্দার, কাল সুদে আসলে পুষিয়ে দেবো।

(লোকেন দু'আনা পয়সা ছুঁড়িয়া দিল)

সে। [কুড়াইয়া লইয়া] আর দু'আনা দাও সর্দ্দার, এক পেয়ালা চা আর বিড়িতেই এ ফুরিয়ে যাবে।

লো। তবেরে হারামজাদা। [তাড়া করিয়া যাইতেই সেলিম পালাইয়া গেল] যতসব ইয়ের দল জুটেছে। নাঃ ব্যবসা তুলেই দিতে হল দেখছি। শালার লোকদের কানা খোঁড়া দেখলে দয়া হয় না। রাস্তায় কেঁত্‌রে কেঁত্‌রে লোক মরছে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এদের হবে কি? তার ওপর নরেন বেটাচ্ছেলে লেগেছে পেছনে। [সুন্দরের প্রবেশ] কিরে সুন্দর, চন্দনা কোথায়?

সু। [বসিয়া] কে জানে কোথায়? ওর দেখাই পাওয়া যায় না।

লো। যাবে কি করে? ওর যে আজকাল লেখাপড়াওয়ালা নাগর জুটেছে। তোতে আর মন উঠবে কেন। [একটু পরে] তা' তুইওতো আচ্ছা মরদ সুন্দর—চুপ চাপ বসে আছিস্?

(সুন্দরের হাবভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল)

সু। কি করবো?

লো। কি করবি আমি বলে দেবো? শালা রায়টের সময় সটাসট্ অত গুলোকে সাফ্ করে দিলি 'আর তোর নিজের আঁতে যখন ঘা লাগছে তখন হাত গুটিয়ে বসে আছিস্?

সু। ধ্যাৎ, একটা পাগলাকে মেরে শেষে—আর ও সময় কেমন যেন একটা তেজ এসে গিস্‌লো—সেটা ছিল ধম্মের কাজ'—ছোটলোক ভদ্দরলোক কেউতো আর খুন করতে কম করেনি।

লো। আর এটা হল অধম্মের কাজ, না? শালা গাধা আর কাকে বলে। আমি কি পাগলাটাকে মারতে বল্‌লাম নাকি—ও একদিন নিজেই মরে যাবে। আমি বলছিলাম নরেনটার কথা। শোন সুন্দর যত নষ্টের গোড়া ঐ নরেনটা। বেটার চাল নেই চুলো নেই, পাড়ায় বসে বসে যত সব সলা পরামর্শ দিয়ে নিজের কাজ গুছোচ্ছে। শান্তিটাকে তো হাতাও করেইছে

এখন তোর চন্দনাটার মাথা চিবুচ্ছে। পেয়েছে তোকে নরম। আমি হলে—হ্যাঁঃ। ওসব অসচ্চরিত্তির লোক মারায় কোন পাপ নেই বুঝলি—নে এক ঢোক্ খা—[কুঁজোর পেছন হইতে তাড়ির বোতল ও গেলাস আনিয়া তাড়ি ঢালিয়া দিল]

সু। [তাড়ি খাইয়া] আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

লো। [উৎসাহ চাপিয়া] আরে সবই আমি বুঝি, দেখি—কিছু বলি না কেন বাবা পরের ঝামেলা ঘাড়ে নিয়ে কি হবে, লে আর একটু লে। [তাড়ি ঢালিয়া দিল] তা কি করবি এখন ?

সু। দেখি ওর বাড়টা। এমনিতে না হয় দেবো একদিন [মুখে জিভ দিয়া একটা আওয়াজ করিয়া আঙ্গুল দিয়া গলা কাটার ইঙ্গিত করিল]

লো। এইতো মরদ কি বাৎ—আমিও দেখছি বেটাকে সরাতে পারি কিনা—তবে মনে হচ্ছে ও সহজে নড়বে না। মেয়েছেলের টান কিনা। তাই বলছি একটা শুভদিন দেখে রাত্তিরে ওর ঘরে গিয়ে থাক্। আমি বিমনকে সরিয়ে রাখবো। তারপর মাঝরাতে কাজ সেরে রাতারাতি লাস পাচার করে দেবো—কি বলিস্—এ্যাঁ ?

সু। দেখি।

ন। আর দেখিটেখি নয়। সত্তুর জিইয়ে রাখতে নেই। বেটা গেড়ে বসেছে। ও দু'চার দিনের মধ্যেই যাহোক এস্পার ওস্পার করে ফেলতে হবে।

সু। পুলিশ হাঙ্গামা টাঙ্গামা হলে ?

লো। আরে ধ্যাৎ—ওর কি কেউ আছে নাকি, তাছাড়া আমি আছি কি করতে ? আমার জান থাকতে তোকে কে ছোঁবে ? বামুনের ছেলে আমি, এই ভর সন্ধ্যেয় ঘরের তলায় পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি করছি [পৈতা বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিল] তুইও এই পৈতে ছুঁয়ে বল, নে বল।

সু। [পৈতা ছুঁইয়া] আচ্ছা তাই হবে।

লো। আমি কালই বিষনকে রাত্তিরে এখানে রাখবো। তুই কোন অছিলায় রাত্তিরে ওখানে থেকে যাবি, তারপর রাত্তিরেই বুঝলি, কেমন? লে আর একটু লে। [তাড়ি ঢালিয়া দিল উভয়ে তাড়ি খাইয়া] আরে ওতে ভালই হবে। কতলোক কতলোককে মেরে ফেলছে—কেন সবার ভালর জন্যেই তো, তা না হলে মানুষ মারা বন্ধ হয়না কেন? তুই বল? [চন্দনার প্রবেশ] এইযেরে চন্দনা—কোথায় ছিলি তুই? সুন্দর এদিকে তোকে খুঁজে খুঁজে হায়রান। নরেনবাবুর ওখানেই ছিলি বুঝি?

চ। না, যেখানেই থাকি তাতে তোমার কি?

লো। না, আমার আবার কি? এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। তা প্রবীরবাবু কোথায় রে?

সু। চন্দনা, তোর কি হয়েছে মাইরী? আজকাল আর আমার সঙ্গে কথাই কসনা। আয় বোস এখানটায়।

চ। কি আবার হবে, এমনি।

সু। তোর জন্যে কেমন সুন্দর আট গাছা চুড়ি এনে রেখেছি তা কদিন ধরে তোর দেখাই নেই—খালি সেই নরেন্দরটার বাড়ী—

চ। আমার যেখানে খুসী যাবো—একশবার নরেন বাবুর বাড়ী যাবো—আমার যেখানে ভালো লাগবে সেখানে যাবো। তোর তাতে গায়ের জ্বালা কেন?

(লোকেন অর্থপূর্ণ ভাবে গলা দিয়া একটি আওয়াজ করিল)

সু। ও, আচ্ছা দেখি কদিন যাস্—এখন চুড়ি ক'গাছা পর।

(চন্দনার হাত ধরিয়া চুড়ি পরাইতে গেলে চন্দনা হাত ঝাকুনি দিয়া সরিয়া গেল, চুড়ি গুলো পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।)

লো। আহা হা—ভেঙ্গে ফেললি [সুন্দর ভাঙ্গা চুড়িগুলির দিকে কিছুক্ষণ

তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল ; লোকেন ওকে উদ্দেশ্য করিয়া] —ওরে কাল সন্ধ্যেয় একবার আসিস্।

(প্রবীরের প্রবেশ)

প্র। এই যে লোকেন বাবু—সুন্দর বাবু হন্ হন্ করে কোথায় গেল ? আজকে নাচ হবে না ?—তারপর Business আজ কেমন হল ? বাঃ বাঃ বোতল খুলেই আছো, আজ তাহলে খুব জমেছে বলো ? Hallo চন্দনা !

লো। না বাবু ব্যবসা বড় মন্দা !

প্র। ভয় কি—ব্যবসায় অমন হয়—তোমার ব্যবসা চিরকাল জমবে। বড্ড লোক মলো কিনা—যুদ্ধে, Famine এ, Riot এ তাই ভিখিরীগুলো একটু কমেছে—আবার জমবে, ভয় কি !

লো। তা' দু' একটা নতুন গান টান ছাড়ুন সবতো পুরনো হয়ে গেল।

প্র। [রাগিয়া মুখ ভ্যাঙচাইয়া] গানটান ছাড়ুন—গান কারখানায় তৈরী হয়, না—Order দিলেই হুস্ করে বেরিয়ে আসবে ?

লো। না না আমি তা বলছিনা, তুমি মাথা খারাপ করোনা। লাও চন্দনাকে সে গানটা একবার দেখিয়ে দাও। এক ঢোক হবে নাকি ?

প্র। দাও—[তাড়ি খাইয়া] আয়রে চন্দনা, নে, ঘুঙ্গুর পর। সুন্দরটা চলে গেল—বাজনাটা শিখে নিতে পারতো।

(প্রবীর হারমনিয়াম ধরিল চন্দনা ঘুঙ্গুর পরিয়া ষ্টেজের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গান ধরিল। ক্রমে নাচিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে গানের সুর ভাষা ভুল করিতে প্রবীর দেখাইয়া দিতেছিল। **বিষন প্রবেশ** করিয়া জামার তলা হইতে একটি হাতে বোনা ভ্যানিটি ব্যাগ বাহির করিয়া)

গান

এই দুনিয়ার পান্থশালায়
আসা যাওয়া কেবল ফাঁকি
গানের সুরে সরাব ঢালো
পেয়ালা ভরে দাওগো সাকি
জীবনপাত্র হলাহলে
পূর্ণ হলেই যাব চলে
আজকে তোমায় শোনাই প্রিয়া
গান যা' আমার ছিল বাকি ॥
আমার প্রাণের গোপনতলে
ব্যথার গানের মানিক জ্বলে
সে গান তুমি গাইবে বলে
দিলাম বাঁধি সুরের রাখী।
নুতন প্রাণের পরশ দিয়ে
বসন্ত যায় ফুল ফুটিয়ে
অভিশাপের রাত্রি আমার
দুখের হিমে রইল ঢাকি ॥

বি। সদ্দার এই লাও—দো রোপেয়া লাও।

লো। বা'রে বিষন বাঃ—তাইতো বলি বিষন ছাড়া কি আর কাজ হয়—ছাগল দিয়ে চাষ হলে লোকে আর গরু কিনতো না। [ব্যাগটি লইয়া] তুই ভাল হতে চলে গেলি বিষন ঐ নরেনটার পাল্লায় পড়ে।

প্র। চোপরাও বাঁদির বাচ্চা, নরেন সম্বন্ধে কোন কথা বলবিনা।

লো। না না থুড়ি নরেনের নয়—আমি ঐ মরণটার কথা বল্‌ছিলাম।

প্র। না কারুর কথা বলবিনা—তুই বলবার কেরে? কুকুরে কামড়া কামড়ি করে—তুই কুকুর?—তুই তো মানুষ, কি মানুষ তো?

লো। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—দেখ দিকি কেমন ব্যাগটা—গোটা দশেক টাকা বেকসুর—

প্র। ওটা কি?

লো। ও একটা মেয়েদের ব্যাগ? ঐ যে ভিনিটি ব্যাগ—

প্র। এটা এলো কোত্থেকে—কে এনেছে এটা?

লো। ও বিষন এনেছে।

প্র। বিষন কোথায় পেলো—এই কোথায় পেলি? এতো বীনার ব্যাগ, আমার বোনের ব্যাগ—দে' ওটা আমার—

লো। সে কি, ওটা নিয়ে তুমি কি করবে?—ও তোমার বোনের ব্যাগ কি করে হবে!

প্র। চোপরাও—[ঢক ঢক করিয়া তাড়ি খাইয়া] লাও আমার বোনের ব্যাগ। ওরা ছিনিয়ে নিয়েছিল আবার পেয়েছি। [ব্যাগটি লোকেনের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া] বীনা কোথায়? কোথায় বীনা—এই বিষন বল্‌ সিগ্‌গির বীনা কোথায়, নইলে খুন করব। [বিষনের গলার কাছে জামা মুঠো করিয়া ধরিল]

যেন বহুদূর হইতে দাঙ্গার চিৎকার শোনা গেল
জয়-হিন্দ, বন্দেমাতরম, আল্লাহু আকবর ইত্যাদি।

প্র। ও কি, ও কিসের আওয়াজ? [বিষনকে ছাড়িয়া দিল]

লো। সেরেছে—পাগলা আবার ক্ষেপেছে—সরে দাঁড়া চন্দনা, মেরে দেবে।

চ। প্রবীরবাবু, প্রবীরবাবু—

> মঞ্চ অন্ধকার। পিছনের দেওয়ালে ছায়া—
> অভিনয়—একটি মেয়েকে কতিপয় লোক
> আক্রমণ করিয়াছে—

প্র—না না ওকে নিও না, ওকে অমন করো না, ওকে মেরে ফেল, ওকে অমন করো না।

> দুই হাত দিয়া কান দুটি চাপিয়া ধরিতেই দাঙ্গার আওয়াজ
> বন্ধ হইয়া গেল। আলো যুটিয়া উঠিল। ছায়া অভিনয়
> মুছিয়া গেল। প্রবীর টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল, চন্দনা
> মাথাটি কোলে তুলিয়া—

চ—একটু জল দাও সদ্দার।

তৃতীয় দৃশ্য

নরেনের ঘর

উড়িয়া ঠাকুর শান্তিকে একটি তাবিজ দিয়েছে

শা। ঠিক বলছোতো, এতেই কাজ হবে ?

ঠা। হবো নাই আউ, এবেরে. কেতে লেখাপডা লোক মো পাখরুএ তাবিজ নেই যায়।

শা। কিন্তু বিষন যে বড্ড গোঁযার।

ঠা। এবেরে কেতে যণ্ডা যণ্ডা লোক ঠাণ্ডা হই গলানি আউ এতে বিসন ভারি বট বড়।

শা। তবে দাও, বেঁধে দাও।

ঠা। [মন্ত্র পড়িয়া শান্তির হাতে তাবিজ বাঁধিয়া দিল] তিন দিন এই তাবিজ ধুই কিরি টিকে টিকে পানি দোব, ব্যাস্। ছুষাগুড়া একেবারে ভেড়া, উঠিবাকু কহিলে উঠিবে বসিবাকু কহিলে বসিবে, একেবারে কিনা গুলাম।

শা। কিছু খারাপ টারাপ হবে নাতো ?

ঠা। আরে ন ন তুমি এতে ডর করিলে কিছি কামর লাভ হবোনি।

শা। না না ভয় করবো কেন ?

ঠা। নিয় ঠাকুর পূজা লাগি পাঁচসিকা দিয়। যেতেবেরে তোর ফর হব মুতে তু যাচিকিরি দোবু, মতে আউ মাগিবাকু হবনি।

শা। [আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া দিয়া] এই নাও খুব ভাল করে পুজো দিও কিন্তু।

উ। [টাকা টেকে গুজিয়া] সে কি আউ কহিবাকু হব? তুমি তো অন্য কেউ নোয়াতিত, তোমা কাম কিছু খারাপ হবনি। আচ্ছা হউ মু আস্থুচি। এখনিকে মুটিকে কালীতলাটা দেখি যিবি। আজি রাতি কি ফর মিলিব।

(ঠাকুরের **প্রস্থান**)

(শান্তি তাবিজটা ধরিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল **বিষন প্রবেশ করিল**। শান্তি হাতে নাতে ফল পাইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিল। বিষনের অলক্ষে তাবিজটাকে নমস্কার করিল।)

শা। হ্যাঁরে বিষন আজ এখুনি ফিরে এলি যে?

বি। তাতে তোর কি?

শা। আচ্ছা তুই আমার সঙ্গে অত লাগিস্ কেন বলতো? তুই যা চাস্ সবইতো আমি দেই। তোর জন্যে আমার ধম্ম গেল—তবু তুই আমার সঙ্গে লাগবি? বোস্—আজ তেলেভাজা করেছি এনে দি কেমন?

বি। ওঃ ধম্ম গেল, কে তোকে ধম্ম খোয়াতে বলেছে?

শা। আমি নিজেই না হয় খুইয়েছি—কিন্তু তাতো তোরই জন্যে।

বি। বাজে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিস্‌নি বল্‌ছি, মন মেজাজ ভাল নেই। [বসিল]

শা। কেন পকেট মারতে গিয়ে মার খেয়েছিস্ বুঝি। দাঁড়া তেলেভাজা আনি।

(প্রস্থান)

(একটু পরে তেলেভাজা ও এক গ্লাস জল লইয়া **পুঃ প্রবেশ**)

শা। [তেলেভাজা ও জলের গেলাস রাখিয়া] আচ্ছা কেন তুই পকেট মারিস বলতো? এখান থেকে নড়বিওনা পকেট মারাও ছাড়বিনা। পুলিশ আবার যেদিন দেবে গরাদে ঠেলে সেদিন আমার কথা বুঝবি। নে খেয়ে নে।

না, পকেট মারবেনা! কোন শালা না চুরি করে বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি। উঃ হাতটা ফুলে উঠেছে।

তাইতো, ইস্, দেখ দিকি কি কাণ্ড। হতচ্ছাড়া লোকেদের মুখে নুড়ো। দিলিনে কেন কয়েক ঘা দিয়ে।

দিইছি এক বেটার নাকে। শালা কাজ দেবেনা কম্ম দেবেনা—দিলেও ঘোড়ার মত খাটিয়ে কুত্তার মত খেতে দেবে। চুরি করবে না তো কি করবে!

এখানে থাকলে তোর ভাল হবেনা। লোকেনের পাল্লায় যে পড়ে তার আর নিস্তার নেই। খা নারে। হ্যাঁরে বিমন অই লোকেনটা না কি বস্তির ছোট ছেলে মেয়ে পেলে কানা খোঁড়া করে দিয়ে ওদের দিয়ে রোজগার করায়?

কে জানে কি করে? একরকমে না একরকমে রোজগার করতে হবে তো? [তেলেভাজা খাইল]

আমার ছেলে হলে ও যদি নিয়ে যায়? কি সব্বনেশে লোকরে বাবা! তা ওকে তাড়াস না কেন?

আমার ভারি গরজ—নরেন দা তাড়াচ্ছে না?

জলটা খা—চ' বিমন চ'—এখান থেকে পালিয়ে চ'।

যা না—তোর কোন শ্বশুরবাড়ী আছে—যা।

আমার কথা শোন বিমন। আমার ঠেনে টাঁকা আছে। চ—এখান থেকে অনেক দূর চলে যাই। সব যায়গাইতো খারাপ নয়। একটা ভাল যায়গা খুঁজে আমরা দু'জনে থাকবোখন। তুই শক্ত সামত্ত আছিস্, যা হোক একটা রোজগার জুটে যাবে।

সব শালার যায়গা আমার জানা আছে। কোন শালা বলুক তো দেখি কোন যায়গাটায় নেয্য বিচার আছে!

শা। তা হোক্, তবু 'চ'—একবার খুঁজে তা দেখি। নে জলটা খেয়ে নে।

বি। রাখ পরে খাচ্ছি। যেতে হয় আমি একাই যাবো। তোকে নিয়ে শেষে মরবো নাকি ?—শালার লোকেনর ঠেনে দু'টো পয়সা নিয়েই রেহাই নেই—শেষে একটা জ্যান্ত মেয়ে মানুষ নিয়ে গলায় দড়ি পড়ুক আরকি—তা আবার অন্যের মেয়ে মানুষ।

শা। তুই বড় নেমখারাম বিষন। তোর কোনদিন ভাল হবে না। তাড়ি গেলার টাকার বেলা শান্তি, খাবার বেলা শান্তি আর শান্তিই গলার বোঝা না ? আচ্ছা দেখবোখন !

(লোকেনের প্রবেশ)

লো। কি হলো শান্তি, বিষনকে গলাগাল দিচ্ছিস্ কেন ? কেমন আছিস ?

শা। [বিরক্তি চাপিয়া] ভালো।

লো। কিরে বিষন, শান্তির সঙ্গে ঝগড়া করছিস্ কেন ?— [শান্তি চলিয়া যাইতেছিল। লোকেন জলের গ্লাসটি ধরিতে সে আতঙ্কে দাঁড়াইয়া পড়িল] এঁটো করেছিস্ না কিরে বিষন ?

শা। না না ওটা তুমি খেয়োনা—বিষন খাবে বলে এনেছি।

বি। খাও খাও—আমায় আর এক গ্লাস এনে দে।

শা। [লোকেনের হাত হইতে গ্লাসটি একরকম কাড়িয়া লইয়া] না না 'এক জনের আশার জিনিস অন্যের খেতে নেই। তুই চট করে খেয়ে নে আমি আর এক গ্লাস এনে দিচ্ছি।

(বিষন ও লোকেন শান্তির আচরণের কোন অর্থ পাইল না।
যা হোক, বিষন জলটা খাইতেই শান্তির যেন বুক হইতে একটা
বোঝা নাবিয়া গেল, সে গ্লাস লইয়া চলিয়া গেল)

লো। কি ব্যাপার বলতো—জলটায় কি ছিল ?

বি। ক্যা জানে—

লো। ওকিরে তোর হাতটা ফুলো কেন ?

বি। আর কেন !

লো। মার খেয়েছিস্ বুঝি। তা ধরা পড়বিনা—অভ্যেস না থাকলে ধরা পড়বিইতো। আচ্ছা বলদিকি জগতে কে না চুরি করে ? তুই নরেনটার মিছে কথা গুলো শুনিস্ ?—অমন যে শ্রীকেষ্ট তেনারওতো ননী চুরি করে নাম হল ননীচোর—মেয়েছেলে চুরি করে নাম হল গোপীচোর। কেষ্টোর বেলা হল ধম্ম আর তোর বেলা হল চুরি। হ্যাঃ—আরে তুইতো খালি চুরিই করিস্—লোকতো আর খুন করিসনা—ধরা পড়লে তোকেই মার খেতে হয়। এদিকে যে লোকেরা সব—বড় বড় লোক, হেঁজি পেঁজি নয়—লাখো লাখো লোক কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল—তার বেলা ধম্ম—হ্যাঃ ওসব বুজরুকি আমার জানা আছে। বাবা ভগবান জগতে পাঠিয়েই খালাস, ব্যাস—তারপর করে কম্মে খাও যেমন করে পারো এই বুঝি সাদা কথা। আজ মলেই কাল দু'দিন। জগতে কে কার বাবা ? তোমার ধন চুরি গেলে তুমি কেঁউ-কেঁউ করবেই আমার পেটে খিদে লাগলে আমি চুরি করে পারি ডাকাতি করে পারি খাওয়া জোগাড় করবই। সব শালাই ভেতরে ভেতরে তাই করে। ওদের পয়সা আছে ধরা পড়লে চাঁদির জুতো মেরে ধম্ম রক্ষা করে।

শান্তির জলের গ্লাস লইয়া **প্রবেশ**। লোকেনকে গ্লাস দিয়া প্রস্থান উদ্যতা।

বি। দু'টো টাকা দিবি মাইরি—গলাটা একদম কাট হয়ে গেছে।

শা। দেবোখন—একটু পরে [প্রস্থান]

লো। চ'না আমার ওখানে, দু'টো টাটকা বোতল আছে।

বি। চলো তাই চলো।

লো। [এত সহজে বিষনকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়া আনন্দের সঙ্গে শান্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া] শান্তি, বিষন আমার ওখানেই রাত্তিরে খাবে, না এলে ভাবিসনে কিছু।

(চন্দনার প্রবেশ)

আয়রে আয়, সুন্দর কোথায় রে ?

চ। কে জানে কোথায়! তুমি ওকে বলে দিও সর্দ্দার ও যেন আমায় জ্বালাতন না করে।

লো। নিশ্চয়, নিশ্চয় বলবো, বলে দেবো বৈকি। চ' বিষন চ' সুন্দরটাকে আবার খুঁজে বার করতে হবে।

(বিষন ও লোকেনের প্রস্থান)

(তৎক্ষণাৎ শান্তির প্রবেশ)

শা। দেখলি, বিষনেটাকে নিয়ে গেল তাড়ি খাওয়াতে!

চ। শালা বজ্জাতের ধাড়ি!

শা। লোকনেটাকে মাইরি আমার এমন ভয় করে।—তুই আজ কাজে বেরুসনি

চ। কাল নাচতে গিয়ে খোয়ায় এমন পা কেটে গেল। তা এই সুন্দরটার জন্যে জ্বলে মলাম। সন্ধ্যে থেকে এমন পিছু নিয়েছে। দিইছি শেষে শুনিয়ে—

শা। ও তোকে খুব ভালবাসে তাইতো অমন করে।

চ। আমার আর ভালবাসায় কাজ নেই—মোল্লার মুরগী পোষা আমার জানা আছে।—তুই আর কাজে বেরুবিনা ?

শা। শরীরটা মোটেই ভাল নেই ভাই। সে দিন তো কলের চাতালে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম—ছুটি চাইলাম, তা ম্যানেজার মুখপোড়া বলে সাতমাসের আগে ছুটি পাবো না। শালার কাজই ছেড়েদিলাম।

১। তোদের—উনান না কি আছে—তারা কিছু বলে না ?

শা। কে জানে কি আছে !—কি সব বলে টলে বুঝি না। কি সব করছে ওরা, ইষ্ট্রাইক না কি করবে। সে যাক্ গে। বলি হ্যাঁরে, আর কদ্দিন নেচে বেড়াবি—লোকনেটাতো শুষে খাচ্ছে—একটা বিয়ে থা করে ফ্যাল্।

১। ধ্যাৎ, বিয়ে করে আর কাজ নেই বেড়ে আছি। একটা হারমনী পেতাম তো লোকেনেটার আর কে তোয়াক্কা করতো !—তুইতো বিয়ে করেছিস্ কেমন লাগছে ?

শা। আমার যখন বিয়ে হলো তখন আমার বয়স পাঁচ, ভাল মন্দের কি বুঝতুম বল ? তবে এখনকার কথা যদি বলিস্—

১। কি হলো চুপ্ করে গেলি যে ?

শা। কি বলবো মাইরি—তোকে খুলেই বলি। মরনটা আমার দু'চোখের বিষ। না ও শক্ত সামত্ত না আছে ওর বুদ্ধি। বিয়েটা না হলে—

১। ঐ জন্যেই তো আমি বিয়ে করি না—বনিবনতা না হলেও ঐ যে পায়ের জুতোটি হয়ে থাকতে হবে ও আমার সইবে না। আমার ভাল না লাগলে আমি থাকবোই বা কেন ?

শা। এখন ভাই ভাবনা হয়েছে পেটেরটাকে নিয়ে। নরেন বাবু বলে লেখা পড়া শিখতে নইলে পেটেরটাও নাকি বিগড়ে যাবে।

১। তুই লেখা পড়া শিখবি নাকি, মাইরি ?

শা। কি জানি ভাই—নরেন বাবু এমন মিষ্টি করে বলে মনে হয় সব সত্যি—পরে আবার সব গুলিয়ে যায়।

১। প্রবীরবাবুও কতকটা ঐরকম। ও নিশ্চই খুব বড় লোকের ছেলে—রায়টের সময় মাথাটা বিগড়ে গিয়ে কেমন হয়ে গ্যাছে মাইরি !

শা। ওতো তোকে গান শেখায়—তা, যা না ওকে নিয়ে সরে। এখান থেকে চলে গেলে ও ভালও হয়ে যেতে পারে।

চ। কি যে বলিস্—ও ভাল হলে আর আমাদের দিকে ফিরে চাইবে!

শা। আমি কিন্তু ভাই নির্ঘাৎ এখান থেকে চলে যাবো।

[হঠাৎ কথাটি বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল]

চ। কার সঙ্গে রে? কোথায় যাবি?

শা। মরনটা না যায় একাই চলে যাবো। লোকনেটাকে একদম আমি সইতে পারিনে।

চ। পারিস্ তো চলে যা নইলে পেটেরটাকে রাখতে পারবিনে। লোক্‌নেটা ছোঁ মেরে নিয়ে ভীক্ষেয় পাঠাবে। হয় তো কানাই করে দেবে।

শা। এ্যাঁ!

চ। এ্যাঁ কিরে—ঐ যে কানা খোঁড়া ছেলেগুলো রোজ ভিক্ষে করতে যায় ঐ লোকেনই তো ওদের অমন করেছে। কোথেকে যে ছেলে মেয়েগুলো পায় মাইরি। এক ব্যাটা ডাক্তার লুকিয়ে রাত্তিরে এসে ঐরম করে দিয়ে যায়। শালার পয়সার জন্যে মানুষ কেমন হয়ে গেছে মাইরি। নইলে মান্ষে পারে অমন কাজ করতে!

শা। মান্ষের মুখে ঝাঁটা!

(**মরনের** ব্যস্তভাবে **প্রবেশ**)

ম। এই আড্ডা রাখ—খাটিয়া গুনো সরিয়ে নে। নরেনদার বইগুনো খাটিয়ার উপর রাখিস—বিমনেটা গেলো কোথায়? ওকে যদি কোন ভাল কাজে পাওয়া যায়। একদম উচ্ছন্নে গ্যাছে। মাদুর দুটো নিয়ে পেতে দে। এক্ষুনি এখানে ইউনিয়নের মিটিং হবে।

শা। এখানে মিটিং হবে কি গা!—ওমা—

ম। ইউনিয়নের অফিস পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে।

চ। কেন?

ম। কেন টেন জানিনা—পুলিশের কাজই ঐ। নেনে তাড়াতাড়ি কর। [মরন খাটিয়া সরাইতে লাগিল] নরেন দা থাকলে বড় ভাল হতো।

চ। আমি যাই ভাই।

শা। বোস্না—দেখেই যা।

মাতাল অবস্থায় **প্রবীরের প্রবেশ**

প্র। এই যে Darling—তোমায় আমি সারা সহর খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমার কোলে মাথা রেখে—একটা নতুন গান বেঁধেছি—শেখাবো বলে। আর তুমি এখানে শান্তিদির সঙ্গে মুখ খিস্তি করছো। ওঃ বড্ডো tired—শোব একটু। ওকি, খাটিয়া নিয়ে যাচ্ছো কোথায়? কেউ মরছে বুঝি—খাটিয়া কেনার পয়সা নেই বুঝি?

শা। ওঃ কি তাড়িই গিলেছে—গন্ধে ঘর ভরে গেল। চন্দনা ওকে শুইয়ে দে।

ম। এখানে শোবে কি। এখানে মিটিং হবে—

প্র। আবার মিটিং—ইনকিলাব, বন্দে-মাতরম, আল্লাহো আকবর—কাকে খুন করার ব্যবস্থা করছো বাবা—নরেনকে?

শা। দে চন্দনা ওকে শুইয়ে দে। [মরনকে] কখানা ঘর রেখেছো—যা' না চন্দনা তোর কোলে মাথা রেখে শোবে বলছে।

প্র। No no. she can't do it in a public meeting [একটা দাড় করানো খাটিয়ার পেছনে শুইয়া পড়িল]

ম। যত সব [মাদুর পাতিতে লাগিল]

(**মমতাজ, শচীন** ও ইউনিয়ানের কার্য্যকরী
সমিতির সদস্য পাঁচ ছয় জনের **প্রবেশ**)

মম। বসুন বাবু। তোমরা বসো। একটু চা খাবেন বাবু? মরণ চা হবে?

শা। [হঠাৎ] দুধ নেই—অত চাও নেই [**বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল**]

শ। [হাসিয়া] থাক্ থাক্।

মরন। না না—এই যে আমি দোকান থেকে নিয়ে আসছি।

শ। কই, তোমাদের নরেন বাবু কই?

মরন। নরেনদা মনসাতলায় গ্যাছেন—ইস্কুল নিয়ে লোকেন কিসব ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওখানকার লোকেদের তাই উনি বোঝাতে গ্যাছেন। তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি। আমি চা নিয়ে আসি [প্রস্থান]

(সকলে বসিল। শান্তি চন্দনা
চটের পর্দা'র কাছে বসিল)

শ। তা হলে মিটিং আরম্ভ করা যাক্।

সকলে মনযোগ দিল

তেমন আলোচনার তো কিছু নেই। ষ্ট্রাইক করাই যখন সকলের মত তখন তাই হোক। সবাই এখন বেশ তেতে উঠেছে। এখন ষ্ট্রাইক করলেই সুবিধে হবে।

মম। আমিও তাই বলি। অনেক অপেক্ষা করা গেছে আর নয়।

১ম ব্যা। সরকার বল্‌লে দাবী মানতে হবে—তবু মালিকরা মানছেনা অথচ সরকার কিছু করছেনা?

শ। দেখতেই তো পাচ্ছো কিছু করছেনা, কেন করছেনা সে অনেক কথা। সরকার তো ঐ মালিকদেরই—যতদিন আমাদের গরীবের সরকার না হচ্ছে ততদিন এমনিই হবে। তাইতো বলি—"দুনিয়ার মজদুর এক হও" দল গড়ো—পার্টি গড়ো।

মম। যাক—সে সব পরে আস্তে আস্তে বুঝবেথন, এখন—

প্র। Strike the iron while it is hot।

শ। [চম্‌কাইয়া] কে ?

প্র। কেউ না বাবা।

মম। ও এক পাগল বাবু ; একটু আধটু ইংরেজী জানে [চুপি চুপি] রায়টের সময় ওর বোনকে ওর সামনে—মানে ইয়ে করে মেরে ফেলে। ও মার খেয়ে পালিয়ে এসে ঐ মনসাতলায় ড্রেনের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। নরেন বাবু তুলে এনে বাঁচিয়ে তোলে। এখন ওঁরই ঘাড়ে বসে বসে খায়। হরদম তাড়ি টানে।

(**মরনের** চা লইয়া **প্রবেশ**। সকলকে চা দিয়া এক কোনে বসিল ইতিমধ্যে প্রবীর হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদের পার্শ্বে বসিল)

প্র। কেন বাবা ঝামেলা করছো ? আচ্ছা তোমরাইতো তোমাদের 'উনিয়ানের' মাথা, আচ্ছা বলতো বাবা কেন ষ্ট্রাইক করছো ?

১মব্যক্তি। ওরা আমাদের দাবী মানছে না।

প্র। কি তোমাদের দাবী ?

১মব্য। এই দশ টাকা মাইনে বাড়াতে হবে - মাগ্‌গীভাতা বাড়াতে হবে।

প্র। কেন বাড়াতে হবে—আবদার ?

১মব্য। আমরা খেতে পাচ্ছি না।

প্র। তাতে ওদের কি ?

১মব্য। ওরা আমাদের খুন চুষে বড় লোক হচ্ছে !

প্র। খুন দিচ্ছ কেন ?

১মব্য। আমাদের জোর নেই যে, একতা নেই যে।

প্র। নেই কেন ?

১মব্য। সবাই বোঝে না যে।

প্র। কেন বোঝে না ?

মম। প্রবীর বাবু আপনি একটু পরে বলবেন, আমরা "রেজ্‌লুশন্‌" টা নিয়ে নি।

প্র। তুমি বুঝি এদের নেতা—তুমি বলতো তোমাদের বুদ্ধি নেই কেন ?

মরন। ও প্রবীর বাবু আপনি একটু চুপ্‌—

শ। না না, উনি তো ভাল কথাই জিজ্ঞেস করছেন—বল না মমতাজ, বল।

প্র। হ্যাঁ বাবা ময়না বলোতো।

মম। পেটে ভাত নেই বুদ্ধি থাকবে কোত্থেকে।

প্র। তা হলেতো বড় মুস্‌কিল হল—পেটে ভাত না থাকলে বুদ্ধি খোলে না বুদ্ধি না থাকলে ভাত মিলেনা—এখন উপায় ?

১মব্য। কি করবো বাবু ভগবান মেরে রেখে দিয়েছেন।

প্র। এই এতক্ষনে প্রাণের কথা‌টি টেনে বলেছো—"ভগবান মেরে রেখে দিয়েছেন"—নইলে বলতো মমতাজ তুমি কেন গরীবের ঘরে জন্মালে—বড়লোকেরওতো ছেলে পুলে হয়—তুমিই বা তাই হলে না কেন। কি মশাই বলুন ?

শ। এ আবার কি প্রশ্ন - কোন মানে হয় না।

প্র। [শচীনকে উপেক্ষা করিয়া, অন্যদের] আচ্ছা ভগবান তোমাদের যখন গরীবই করেছেন তবে কেন সুস্থ শরীর ব্যস্ত করছো ?

শ। কি মশাই বাজে কথা বলছেন—আমরা চাই সবাই সমান খাবে পরবে কেউ বড়লোকও হবেনা কেউ গরীবও হবেনা।

প্র। কেমন করে সমান খাবে—সবার খিদে কি সমান ? সে যাক্‌—কিন্তু ভগবান যে ওদের গরীব করেই জন্ম দিয়েছে।

শ। কে বল্‌লে আপনাকে ?

প্র। ওরাইতো বল্‌লে, কিহে তোমরা তাই বল্‌লে না ?

মম। [হঠাৎ]—Capitalist রা গায়ের জোরে "এক্সপ্লয়েট" করছে আর আমরা চুপ করে বসে মার খাবো ?

প্র। সেওতো ভগবান ওদের [নকল করিয়া] "এক্সপ্লয়েট" করতে বলে দিয়েছে।

মম। কক্ষনো না—আল্লা অমন অন্যায় করতেই পারেনা—আল্লা বেইমানদের সাজা দেবে।

প্র। কবে ?

ম। যখন খোদার ঘরে বিচার হবে।

শ। ওসব বাজে কথা—আপনি কেন মশাই বোগাস্ কথা বলে এদের সব গুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্র। সে কি মশাই—আপনার এতদিনের ইউনিয়ানের নেতারা আমার এক দিনের কথাতেই গুলিয়ে যায়। নাও, শোন কথা। ওহে তোমরা আমার কথা শোন। এই ভদ্দর লোক ভগবানের ওপর খবরদারী করছে দেখছো না ? নিজে ভগবান হবার তালে আছে—সে কি ভালো কথা ?

কয়েকজন। সে কি কথা !

১মব্য। আজ্ঞে আমরা কালীবাড়ী পাঁঠা মানোত করেছি—যদি ষ্ট্রাইকটায় জিতি—

প্র। এই তো কথার মতো কথা—"কালী করাল বদনী নৃমুণ্ড মালিনী" তিনি যা করবেন ভালর জন্যেই করবেন।

শ। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি !

প্র। হেঃ-হেঃ—আমি যে ভগবানকে দেখেছি—আহা কি অপার মহিমা তাঁর—

"মোরা মূঢ় মতি না আছে শকতি
তুমি যা করাও করি হরি হে আমার"—ওহে ভগবান তোমাদের তোমাদেরি ভালোর জন্যে গরীব করেছেন—পূর্ব্ব জন্মের পাপ ক্ষালন করাচ্ছেন—আর তোমরা তার জন্যে ষ্ট্রাইক করছো—ছি ছি !

১মব্য। আজ্ঞে তাহলে ষ্ট্রাইক করবো না ?

প্র। নিজেরাই বোঝ—কিসের জন্যে করবে ? ভগবানের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ভালো ? কেন এই পাপ কুড়োবে ভাই ? ছেলেপুলের জন্যে ? ‘জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি’, ভাবনা কি ? রত্নাকর দস্যু লুঠ করে বাপ-মাকে খাওয়াতো কিন্তু তার পাপের ভাগী কেউ হলো না। সারাজীবন রামনাম করে বাঁচবার পথ পেলো না। এ সংসারে কে কার ভাই ? ‘একলা এসেছো একলা যাবে সঙ্গের সাথি কেউ হবে না।’ মমতাজ খোদার বিরুদ্ধে যেওনা ভাই, বেইমানী করো না।

মম। আজ্ঞে বাবু বলেন খোদা নেই।

প্র। বলবেনই তো—এক খোদা কি কখনও বলে যে আর একটা খোদা আছে, কিন্তু তুমিও কি তাই বলো ?—কি তোমরাও কি তাই বলো ?

সবাই। না না তা কেমন করে হয়—

প্র। ষ্ট্রাইক করবে ?

সবাই। না না—তা কি করে করবো ?

প্র। [প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া] নরেনটা থাকলে বেড়ে মজা হতো—তোমাদের উপর তার কত আশা, কত ভরসা—হোঃ-হোঃ—হোঃ-হোঃ—, ইস্কুল করবে—ও বলে সব মানুষেরই বুদ্ধি আছে, বোঝাতে পারলে সবাই বোঝে [হঠাৎ চিৎকার করিয়া] ড্যাম্ ফুল [শচীনকে] আপনি এদের নিয়ে পালিয়ে যান মশাই—নরেন এলে সব গুলিয়ে দেবে। ওরা আপনার কথায় ওঠে বসে—এদের আড়াল করে রাখুন—পালিয়ে যান, সিগ্‌গির পালান। আমি যদি ঠিক সময় পালাতে পারতুম—আমি যদি ঠিক সময় পালাতে পারতুম—[প্রস্থান—নিস্তব্ধতা]

শ। বদ্ধ পাগল—হুঁঃ—[একটু পরে] তাহলে ষ্ট্রাইক করাই আমাদের ঠিক, কি বল ? [কেউ কোন্ জবাব দিল না] কি কেউ কথা কইছ না যে ?

মম। আজ্ঞে, আল্লা--

শ। চুপ্ কর মমতাজ, এতদিন তোমাদের কি বোঝালাম--আল্লাকে কখনও দেখেছ? দেখনি—দেখবে কোত্থেকে—যা আছে তাই দেখা যায় যা নেই তা দেখবে কি করে। ওসব বড়লোকের ধাপ্পাবাজী—আল্লা, ভগবানের দোহাই পেড়ে যাতে তোমরা তোমাদের ন্যায্য দাবী না আদায় করতে পার তার ফন্দি।

১মব্য। উনি যে বল্লেন—

শ। উনি বল্লেন—উনিতো একটা পাগল।

১মব্য। আজ্ঞে ভগবানকে যারা পেয়েছে তারা সবাইতো অমন পাগল হয়—

শ। সব বাজে কথা। [বলিতে বলিতে উত্তেজিত বক্তৃতার আকার ধারন করিবে] আজ দু'বছর চেষ্টা করে তোমাদের কিছু বোঝাতে পারলাম না। বলিনি দুনিয়ার মানুষ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে—একদল গরীব একদল বড়লোক। বড় লোকের দল আজও জোরাল, কারণ তারা ভগবানের ধাপ্পা দিয়ে বহু গরীবকে তাদের দলে টেনে রেখেছে। প্রবীর বাবুও সেইরকম একজন। যদি শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হয় যদি অত্যাচারের শেষ করতে হয়, তাহলে বড়লোকদের দলে—ভুল পথে যে সব গরীব ভাইরা গ্যাছে তাদের আগে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর দলে দলে হবে লড়াই। আমাদের পার্টি হচ্ছে সেই দলের হাতিয়ার। গরীবরা জিতবেই—তাই বরাবর হয়ে এসেছে—হবেও তাই। তোমরা লড়বে, না ভগবানের নাম নিয়ে মার খাবে? পঞ্চাশটা সৈন্যের সঙ্গে পাঁচশো লোক লড়াই করে পারেনা কেন? [সুন্দরের প্রবেশ ও এক কোনে উপবেশন] সৈন্যদের হাতে বন্দুক আছে বলে নয়। তারা সঙ্ঘবদ্ধ, সবাই এক নিয়ম মানে। নেতার আদেশে মুখ বুজে প্রাণ দেয়। গরীবদেরও সেইরকম সঙ্ঘবদ্ধ হতে হতে হবে। লড়তে হবে বুকের

রক্তদিয়ে—তবেই হবে সব অত্যাচারের শেষ। কি, তোমরা ষ্ট্রাইক্ করবে ?

সবাই—করবো করবো।

শ। তাহলে তাড়াতাড়ি চলো। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে অন্য সবাইকে বোঝাতে হবে।

মরন। আজ্ঞে নরেনদার সঙ্গে দেখা করে গেলে হতো না ?—

স। সে আর এক দিন হবে—এখন অনেক কাজ—চলো চলো।

(মরন, সুন্দর, শান্তি ও চন্দনা ছাড়া সকলের প্রস্থান)

শা। [উঠিয়া] লোকগুলো কি গা—"যে বলে রাম তার সঙ্গেই যায়"—বাবুটি খুব বকতে পারে।

চ। চলি ভাই।

শা। কোথায় যাবি—আজ এখানেই থাক না ?

চ। না ভাই—দেখি প্রবীর বাবু আবার কোথায় গেল। কিরম করে বেরিয়ে গেল দেখলিতো—। [প্রস্থান]

শা। [সুন্দর কে] কি রে তুই কখন এলি ? ঘাপটি মেরে বসে আছিস্ যে ?

সু। এমনি—বিষনটা তাড়ি খেয়ে ভোঁট হয়ে পড়ে আছে আমার বিছানায় তাই খবর দিতে এলাম।

(নরেনের প্রবেশ)

ন। কি হে কি খবর ?

ম। আচ্ছা নরেনদা ভগবান আছে ?

ন। কি ব্যাপার ? হঠাৎ ভগবৎ তত্ত্ব ? কিরে শান্তি, মরনের কি হয়েছে ?

শা। ক্যাজানে কি হয়েছে—কটা বুদ্ধু জুটেছিল এখানে—একবার বলে ইষ্ট্রাইক করবো, আবার বলে করবোনা, আবার বলে করবো—আজ

কি খাবে টাবে না—[মরণ কে] দেখোনা, হাঁটুতে মাথায় এক করে বসে আছে দেখোনা। আমি চল্লুম, ভাত বেড়ে রেখে আমি শুয়ে পড়ব বল্‌ছি।

(প্রস্থান)

ন। এই যে আমরাও যাচ্ছি। [ইতিমধ্যে নরেন জামা খুলিয়াছে]

ম। বলনা নরেনদা ভগবান আছে ?

ন। তোমার কি মনে হয় ?

ম। আমার মনে হয় নেই।

ন। তা হলে নেই। চলো এখন খাবে চলো। আরে সুন্দর যে। চুপকরে বসে ?

(বিমনের মত্ত অবস্থায় প্রবেশ)

বি। থাকবোনা কিছুতেই থাকবোনা—এই শালা সুন্দর তুই আমার ঘরে কি করছিস্ র‍্যা। শালা আমায় ফেলে পাইলে এসে আমার ঘরে বাসা নিয়েছো ? শান্তির দিকে নজর পড়েছে বুঝি ?

ন। [ধমকাইয়া] এই বিমন, চেঁচাস্‌নে, শুয়ে পড়।

বি। কে, নরেনদা—লোকেনটা আটকে রেখেছিল—পাইলে এসেছি।

ন। বেশ করেছিস—এখন চুপ করে শুয়ে পড়।

বি। এই যে শুচ্ছি।

সু। আমি চলি। ভেবেছিলুম বিমনটা আসতে পারবেনা—তাই খবর দিতে এসেছিলাম। চলি [প্রস্থান]

ন। চলোহে মরন খাবে চলো।

(মরন ও নরেনের প্রস্থান)

বি। [খাটিয়া টানিতে যাইয়া পড়িয়া গেল]

বিঃ দ্রঃ—[এই দৃশ্যের পর পরের ঘটনা ঘটেছে বেশ কিছুদিন পর—কিছু বেশী সময়ের পর ৪র্থ দৃশ্য আরম্ভ করে তা বোঝাতে হবে।]

৪র্থ দৃশ্য

লোকেনের ঘর

শচীন, মমতাজ ইত্যাদি আলোচনা শেষ করিয়াছে। শচীন বসিয়া, অন্য সবাই প্রস্থান উদ্যত

মম। আমরা তাহলে এখন আসি শচীন দা, ওই কথাই রইল। আগে নবদূত পত্রিকার অফিসেই যাবো—তারপর এশিয়া তারপর অগ্রদূত। বিষনকে নিয়ে যেতে পারলে বেশ হতো।

শ। দেখো এখনই যেন মারধোর করোনা। আস্তে আস্তে এগোনো যাবে। বলে কয়ে যদি কাজ না হয় তবে অন্য অষুধের ব্যবস্থা করবো।

মম। শালারা লেখাপড়া শিখে কোথায় দশজনের সেবা করবি তা না চাঁদির জুতোর সুকতলা হয়ে আছে—চাব্‌কে ব্যাটাদের—যাকগে চলি, আপনি কতক্ষণ বসে থাকবেন ? নরেনদা বোধ হয় আসতে পারলো না।

শ। দেখি আর একটু

[শচীন ব্যতীত সকলের প্রস্থান
একটু পরেই **লোকেনের প্রবেশ**]

লো। এ কিরকম কথা মশাই, বলা নেই কওয়া নেই আমার এখানে আমারই অনুমতি না নিয়ে মিটিং করা হচ্ছে—একি কথা !!

শ। আপনাকে বলবো বলে খোঁজ নিয়েছিলাম, না পেয়ে ভাবলুম আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না বরং ভাল কাজই করছি সুতরাং আপনার কোন আপত্তি হবে না।

লো। ভালোকাজ তা এখানে কেন ? কত জায়গা পড়ে আছে।

শ। কিন্তু পুলিশ আমাদের ভাল চোখে দেখেনা কিনা—তাই ঘুরে ঘুরে লুকিয়ে কাজ করতে হয়।

লো। ভালো কাজ হলে পুলিশ ভাল চোখে দেখবেনা কেন ? সে যাকগে মশাই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। না মশাই, এ অত্যন্ত অন্যায়। এ কি কথা ! এখন একটা পুলিশ হাঙ্গামা টাঙ্গামা হলে আমায় নিয়ে হবে টানাটানি।

শ। হয়ই যদি একটু টানা টানি। গরীবদের লড়ায়ে গরীবরা যদি সাহায্য না করে তাহলে গরীব বাঁচে কি করে বলুন ?

লো। সে আমি জানি কি মশাই ! "হলই বা একটু টানা টানি" আপনার কি মশাই—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন। আপনি বুঝি ঐ নরেনবাবুর চেলা ?

শ। না মশাই আমি আপনাদের নরেন বাবুর চেলা নই। ওঁর সঙ্গে আমার চেনাই নেই।

লো—জানা আছে মশাই সবাইকে চিনি। কত মক্কেল অমনি গরীবদের জন্যে দরদ দেখিয়ে ভোট বাগিয়ে পিট্টান দিয়েছে। মশাই, আমিও এক সময় অমন স্বদেশী করেছি। আপনি মশাই আর এখানে মিটিং ফিটিং করবেন না। যত ঝঞ্ঝাট আমার ঘাড়ে ! ভোটের সময় আসবেন, আপনাকে এ পাড়ার সব ভোট পাইয়ে দেবো। এখন আসুন।

(নরেনের প্রবেশ)

ন—এই যে লোকেন—খুব জোর তোমাকে পাওয়া গ্যাছে। তুমি সব কি আরম্ভ করেছ ?

শ। ওঁর এখানে মিটিং করেছি বলে ওঁর ভয়ানক রাগ তাই আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

ন। কি হে—মনসা তলার লোকেদের তুমি কি বুঝিয়েছ ? আর এখনও ঘর খালি করে দিচ্ছনা কেন ? শ্রীদামকে নাকি মারতে গিস্লে ? কি ব্যাপার বলতো—কি ভেবেছো তুমি ?

লো। আজ্ঞে, সব মিছে কথা। কিন্তু আপনারা যখন এ ঘরটা ছাড়া আর ঘর পাচ্ছেন না তখন ঠিক করুন এখানে কি করবেন—আপনার ইস্কুল না ওঁর ইউনিয়ানের অফিস ? তারপর আমায় হপ্তাখানেক সময় দেবেন—আমি আপনাদের থিতু করে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। (প্রস্থান)

ন। লোকটা অত্যন্ত বদ্। চেষ্টা করলে মানুষের স্বভাব বদলানো যায় কিন্তু ও হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম। যাক্—কি ব্যাপার বলুনতো ? আপনি কি এখানে ইউনিয়ানের অফিস্ করবেন নাকি ?

শ। ভাবছি—পুলিশ অফিসটা বন্ধ করার পর মালিকের দালালরা ঘরটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

ন। কিন্তু আমি যে এখানে স্কুল করবো ঠিক করেছি।

শ। স্কুল !—হ্যাঁ শুনছিলাম বটে যে আপনি বস্তির লোকদের জন্যে একটা স্কুল করার চেষ্টা করছেন—খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি বলি কি আসুন আপাততঃ ইউনিয়ানটাকে জোরদার করা যাক্ তারপর ইউনিয়ান থেকেই স্কুল করা যাবে।

ন। ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়া কি ঠিক্। তার চেয়ে আসুননা স্কুলটাকেই ভালো করে গড়া যাক্ তাহলে দেখবেন আপনা থেকেই ইউনিয়ান গড়ে উঠবে, শ্রমিকরা নিজেরাই গড়ে তুলবে।

শ। নরেন বাবু, মানুষ আগে খেয়ে পরে বাঁচবে তবে তো পড়বে লিখবে।

ন। তাতো বটেই। কিন্তু কেমন করে খাওয়া পরা আসবে সেটা আগে জানতে হবে তো তবে তো খাওয়া পরা আসবে ?

শ। আপনার স্কুলে কি কেমন করে মাইনে বাড়াতে হয়, মাগ্‌গীভাতা আদায় করতে হয় তাই শেখাবেন না কি? সে তো ভাল কথা—ওকে ইউনিয়ন না বলে যদি আপনি স্কুল বলেন তাতে আর আপত্তি কি ?

ন। একটু ভুল করছেন—মানুষতো জন্তু নয় যে চারটে খেতে পেলেই আর সন্তানের জন্ম দিতে পারলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেল। আমি সে স্কুলের কথা ভাবছি যা থেকে শুধু মাইনে বাড়াবার জন্যে ইউনিয়ানই জন্মাবে তা নয় সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্রাইকে হারলেও শ্রমিকদের মনের জোর কমবে না ইউনিযান ভেঙ্গে যাবে না। কারন, সে ইউনিয়ানের সভ্যরা পরমুখাপেক্ষি হবে না, স্বাধীনভাবে নিজেরাই চিন্তা করবে, ভাল মন্দ বিচার করবে, একে অন্যেব সুখ দুঃখেব অংশীদার হবে, কুসংস্কার মুক্ত হবে, আত্ম বিশ্বাসী হবে।

শ। 'ও, তাই বুঝি আপনি অজ, আম, ইট শিখিযে এদের আত্মবিশ্বাসী করার চেষ্টা করছেন—ভাল !

ন। শচীন বাবু। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এঁরা আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে বেশী সাহায্য করেছেন না আপনার মত ইউনিযানেব নেতারা ষ্ট্রাইক করিযে আর মিটিংএ বক্তৃতা দিয়ে উজির, নাজির মন্ত্রী হয়ে আমাদের বেশি সাহায্য করেছেন তা এখনও কেউ মেপে দেখেনি ; আমার মনে হয় মাপবার সময় এসেছে। যাক্, আপনাদের ষ্ট্রাইকের গোড়াতেই আমি বাধা দিতাম কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম অভিজ্ঞতা থেকে শেখাই আপনাদের ভাল। কিন্তু আপনি যদি একগুঁয়ে হন তা হলে তো অভিজ্ঞতা থেকেও শিখতে পারবেন না। একটু ভেবেই দেখুন না, মাইনে বাড়াতে পারলেন না বলেই কি ষ্ট্রাইকে হেরেছেন—না ষ্ট্রাইক করেও মাইনে না বাড়ায় ইউনিয়ানটা ভেঙ্গে যাচ্ছে, লোকেরা আশাহীন হয়ে পড়ছে বলেই ষ্ট্রাইকে হেরেছেন ?

শ। খুব হয়েছে মশাই—ওসব জানি—ওসব মান্ধাতার আমলের নিয়মে চ'লতে গেলে এ জন্মে আর কিছু করা হবেনা। অত সময় কোথায় ?

ন। [স্মিত হাসিয়া] চটছেন কেন ? যে কাজে যা সময় লাগে তা দেবার ধৈর্য্য যদি না থাকে তাহলেও কিছু একটা করতেই হবে এমন কি কথা আছে ?

শ। যাক্‌গে মশাই সে সব কথা, অন্য একদিন আলোচনা করা যাবে। ভয় নেই আমি আপনার স্কুলেব ঘর নেবোনা। মরণ মিস্ত্রি আপনার ভক্ত, তাকে কি বুঝিয়েছেন জানিনা—লোকটা বেঁকে দাড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘরে প্রায় দু'শ লোকও বেঁকে দাড়িয়েছে। এরকম Sabotage করে কি ভাল হল ?

ন। আপনি বিশ্বাস করুন—আমি মরণকে কোন কথাই বলিনি—আপনি নিতান্তই যদি চান আমি মরণকে বলে দেবো সে যেন সবার শেষে কাজে যায়। কিন্তু তাতেও কি ষ্ট্রাইক টি'কবে ?

শ। কাগজগুলো যদি একটু publicity দিতো !

ন—সত্যকে আড়াল করাই আজ যাদের কাজ তারা তা দেয় কখনও—বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে যে।

শ। না দেয় তো একবার দেখে নেবো !

ন। সে কি ! মার ধোর করবেন না কি ?

শ। শেষ চেষ্টা একবার করবই।

ন। ওতে ফল ভাল হবে না।

শ। ও—আপনি বুঝি অহিংস !

ন। হিংসা অহিংসার কথাই নয়। মারামারিতে বিদ্বেষই বাড়ে ওতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

শ। বাঃ বাঃ—ওরা আমাদের গলা টিপে মারছে আর আমি বুঝি বক্তৃতা করে বোঝাবো গলা টেপা খারাপ—অমন করো না।

ন। আপনার গলা তো কৈ টেপেনি—দিব্বি তো চেঁচাচ্ছেন—আপনার কথা প্রচার করতে ওদের ওপর নির্ভর করছেন কেন? নিজে প্রচার করুন, নিজে ধৈর্য্য ধরে শক্তি সঞ্চয় করুন। আপনার সে সুবিধে তো আর খবরের কাগজ কেড়ে নিতে পারে না? যাক্‌গে, মারামারি যে ভালো নয় তাকি আপনি মারামারি করে বোঝাতে পারবেন?

শ। সোজা কথায় বলুন না মশাই যে ষ্ট্রাইকটা call off করো।

ন। বর্ত্তমান অবস্থায় আমার তো মনে হয় সেইটেই ভাল।

শ। আচ্ছা, ভেবে দেখবোখন—

[প্রস্থান]

(নরেন চুপ করিয়া কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিতে ভাবিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। **কাবুলীওয়ালার প্রবেশ**)

কা। সেলাম নরেনবাবু। লোকেন ঘর দিল?

ন। দেয়নি দেবে।

কা। উ বাবু বহোৎ বদমাশ আদমী আছে। সিধাবাৎসে দিবে না।

ন। না দিলে আর কি করি বলো।

কা। আপ জরা-হুকুম করিয়ে না—হাম উস্‌কো শ্বশুরবাড়ী ভেজিয়ে দেবে।

ন। আচ্ছা খাঁ সাহেব। স্কুলের জন্যে তোমার অত দরদ কেন বল তো?

কা। আপ যব চাতে তব তো উ জরুর আচ্ছা কাম হোবে। [নরেন হাসিল]

বিমনের প্রবেশ

বি। ও নরেন দা, মরণ বলছিল আমাদের বাড়ীর ওপর নাকি পুলিশের নজর পড়েছে।

ন। কি জানি, যদি পড়েই থাকে তোর ভয় কি ?

বি। ওই মমতাজটাই সব নষ্টের গোড়া। মরনটাতো বুদ্ধু আছেই। সেধে সেধে নিজের বাড়ীতে মিটিং করা। বোঝ এখন মজা। শ্রীঘরতো আর কোনদিন দেখেনি। একবার ঘানিতে জুড়ে দিলে বুঝবে মজা।

কা। আরে তু তো আউর চোরি নেহি করতা—তুকা ডর কেয়া ?

বি। আ হা হা, ডর ক্যায়া ! বেয়ানি তেজারতি কারবার কর—দেবো না কি একবার ধরিয়ে, বুঝবে কত ধানে কত চাল।

(লোকেন ও সুন্দরের প্রবেশ)

লো। আপনাদের শলা পরামর্শ হল ?

ন। হ্যাঁ, হয়েছে।

কা। আরে লোকেন তু ঘরঠো কাহে নেহি ছোড়তি হ্যায় ?

লো। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার কি ? তোমায় আর শালিশি করতে হবে না। বেটা ম্লেচ্ছ কোথাকার !

কা। লোকেন, হাম ঘর যাইতেছে—হামারা বক্রি পাওনা মিটা দে।

লো। দে বল্লেইতো আর দেওয়া যায়না। আর একদিন এসো সব মিটিয়ে দেবো।

ন। কিন্তু ঘরটা যে দু' তিন দিনের মধ্যেই চাই লোকেন, ঘরটা একটু সাজাতে গোছাতে হবে তো। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই স্কুল আরম্ভ হবে।

লো। বেশ তো, আমি কি না করছি। এ কদিনে আমার কাজ গুছিয়ে নিতে পারবো। কি বলিস্ সুন্দর, এ্যাঁ ?

কা। হাম দো তিন রোজমে ঘর যাবে। কাল ইস্‌টাইম পর হামারা তামাম রুপেয়া দেবে নেহিতো—[লাঠি ঠুকিয়া চলিয়া গেল]

বি। ঘরটা তুমি দিয়ে দাও সর্দ্দার। এদিকে আবার পুলিশের নজর পড়েছে। কিসে কি হয় বলা যায় না।

লো। কি মুস্‌কিল, দেবো তো বল্‌ছি। দেখুন তো নরেন বাবু এরা মিছি মিছি আমায় জ্বালাতন করছে।

ন। তোমায় কেউ বিশ্বাস করে না লোকেন কেন বলতো?

লো। তা করবে কেন, এদ্দিন ধরে সবাইকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম— এখন আমায় বিশ্বাস করবে কেন। বিশ্বাস করবে—কি বলে ঐ বক্তৃতা-বিশারদ শচীন বাবুকে। যত সব নেমোখারাম।

ন। প্রবীরটা কোথায় বলতো? কদিন ধরে দেখা নেই।

লো। [অর্থপূর্ণ ভাবে] চন্দনাটারও দেখা পাচ্ছিনা—কোথায় যে গেল! সুন্দর দেখেছিস্‌রে? না তুই আর দেখবি কি করে।

ন। যাক্, চলি। আর যেন মনসাতলার লোকেদের বাগড়া দিও না। চলরে বিষন।

বি। তুমি এগোও, আমি আসছি [নরেনের প্রস্থান] সদ্দার, পুলিশে হানা দিলে কি হবে বলতো?

লো। যাওনা তোমাদের নরেন বাবু রয়েছেন—তিনি বাঁচাবেন। এখন কেন আমার কাছে? ভাল হচ্ছ বলে পুলিশ ছেড়ে দেবেনা? বলবে বিষন আমাদের ভাল হচ্ছে—ওকে কিছু বলো না।

সু। তুই চুরিও ছাড়বি না তোর পুলিশের ভয়ও যাবে না।

লো। [বাধা দিয়া] চুরি ছাড়বে তো খাবে কি করে? নরেন খাওয়াবে? শোন বিষন, যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমার মনে হয় দু'চার দিনের মধ্যেই একটা পুলিশ হাঙ্গামা হয়ে যাবে। তুই কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক্—হাঙ্গামা চুকে গেলেই আবার সব ব্যবস্থা করা যাবে।

বি। আমিও তাই ভাব্‌ছি। সেই ভালো।

লো। দাগী তো আর কেউ নেই। এক কেবল তুই। তুই সরে থাক কয়েকটা দিন—হাতেনাতে ধরা না পড়লে আর কারুর ভয় নেই।

বি। দেখি [প্রস্থান]।

লো। [চারিদিক চাহিয়া] তুই কোন কম্মের নস্‌। চন্দনাকে বোধ হয় সরিয়ে ফেলেছে—তুই এখনও একটা হিল্লে করতে পারলি না !

সু। আমি কি করবো—তুমি বিষনটাকে সরাতেই পারছো না। ঘরটা তো খালি চাই।

লো। শোন, বিষনটা যদি চলে যায় ভালই—নইলে মরণের কাছে শুনলুম চার পাঁচ দিনের মধ্যে ওদের ওখানে রাত্তিরে মিটিং হবে। তুই যাবি, বুঝলি ? আমি বিষনটাকে ঠিক সরিয়ে রাখবো। কোন অছিলায় ওখানে থেকে যাবি—তারপর—

সু। কিন্তু ওদের বাড়ীতে পুলিশের নজর পড়েছে বল্‌লে যে।

লো। আরে ধ্যাৎ—ও বিষনটাকে ভয় দেখালুম। আর পড়েই যদি থাকে তোকে ধরবে কি করে ? রাত্তিরেই দেবো লাশ পাচার করে। পরের দিন খুঁজলে বলবো—গ্যাছে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে—।

সু। লাশ রাতারাতি কোথায় পাচার করবে ?

লো। "সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতে কার বাপ"। কেন—রায়টের সময় গণ্ডায় গণ্ডায় লাস্‌ হাইড্রেন দিয়ে পাচার হয়ে গেল আর এতো একটা লাশ। নে নে এক ঢোঁক গেল। [তাড়ি দিল] তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি করেছিস্‌—মনে রাখিস্‌। আর আমিও যদি বামুনের ছেলে হয়ে থাকি তো আমার জান থাকতে তোকে কেউ ছুঁতে পারবে না।

পঞ্চম দৃশ্য

নরেনের ঘর

নরেন ম্যাপ, গ্লোব, ব্ল্যাক বোর্ড, খাতা ইত্যাদি এক জায়গায় গুছাইয়া জামা পরিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। **শ্রীদামের প্রবেশ।**

শ্রী ও নরেন দা—লোকেন পালিয়েছে।

ন। সে কি! কেন?

শ্রী কে যেন পুলিশে খবর দিয়েছে ওর কাণ্ড মাণ্ড সম্বন্ধে—বোধ হয় কাবলিওলাটাই। ও বেটা খবর পেয়েই গা ঢাকা দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা তালা দিয়ে এসেছি। দিন, জিনিষ পত্রগুলো দিন। ঘরটা সাজিয়ে ফেলি, কালই স্কুল আরম্ভ করা যাবে।

ন। [হাসিয়া] যাক্ ভালই হল, বাঘের শত্রু মোষে মারল। আমি অবশ্যি ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছিলাম। আজকেই ওকে ঘর ছাড়তে হতো। তুমি এক কাজ করো। জিনিসগুলো নিয়ে ঘরটা সাজিয়ে ফেলো। তারপর মনসাতলা আর বংশী বাগানে খবর দিয়ে এসো। আমি এ পাড়াটায় খবর দিয়ে আসি। এক্ষুনি ফিরতে হবে। ওদের আবার মিটিং আছে এখানে।

শ্রী। বেশ, আমি যাচ্ছি। [জিনিষ পত্র লইয়া চলিয়া চলিয়া গেল]

ন। শান্তি, ওরা এলে বলিস্ আমি এক্ষুনি ফিরবো। তুই মাদুরগুলো পেতে ফেল্। [প্রস্থান]

[**শান্তির ঝাড়ু হাতে প্রবেশ** ও ঘর ঝাড়ু দিয়া মাদুর পাতিতে লাগিল]

[বিষনের প্রবেশ]

বি। কিরে, এত রাত্তিরে অতগুলো মাদুর পেতেছিস্ যে ?

শা। আমার শ্রাদ্ধ হবে !

বি। আবার মিটিং বুঝি ?

শা। কে জানে কি হবে। ওদের ইষ্টারাইক ভেঙ্গেছে না কি হয়েছে—যত ঝঞ্ঝাট আমার ঘাড়ে।

বি। নরেন দা কোথায় ?

শা। এই তো বেরুলো। বোধ হয় মমতাজকে খালাস করতে গেছে।

বি। মমতাজকে পুলিশে ধরেছে নাকি—কোত্থেকে ধরে নিয়ে গেলো ?

শা। ক্যা জানে কোত্থেকে—যাক্ আজকের দিনটা—কাল থেকে এখানে আর ওসব মিটিং ফিটিং চলবে না। নরেন বাবুর জন্যেই তো কিছু বলতে পারিনা—নইলে খ্যাংরা মেরে বিদেয় করতুম সব কটাকে।

বি। [একটু পরে] এই শান্তি তুই না বলেছিলি এখান থেকে পালিয়ে যাবি ?

শা। বলে তো ছিলাম তুই তা শুনলি কোথায়। মেয়ে মানুষ, নইলে একাই চলে যেতাম।

বি। তোর ঠেনে কত টাকা আছে ?

শা। কেন ?

বি। আমার কি আর অনিচ্ছে তোকে নিয়ে যেতে, কিন্তু আমায় অত টাকা নেই যে। তোর টাকা নিলে তুই কি আমায় ছেড়ে দিবি। আমরা তো আর স্বামী স্ত্রীর মত থাকতে পারবো না। মরণ তোকে খুঁজে বার করবেই তখন তুই কি আমায় ছেড়ে কথা কইবি ?

শা। [বিষনের মতলবটা বুঝিবার চেষ্টা করিল—পরে আগ্রহের সঙ্গে] কেন পারবো না স্বামী স্ত্রীর মত থাকতে—চল, আমরা এখান থেকে

অনেক দুর চলে যাই। আমার ঠেনে শাত কুড়ি টাকা আছে। চল্ অনেক দুর চলে যাই, মরণ খুঁজেই পাবে না। নরেন বাবু বলেন, যে ষাকে ভালবাসে তার সঙ্গেই তার থাকা উচিৎ। আমি তো আর মরণকে ভালবাসিনা। কিন্তু তুই তো আমার দিকে ফিরেও তাকাস্ না।

বি। মুখে বল্‌লেই বুঝি ভালবাসা হয়—। যাক্‌গে যাক্—তুই তৈরী হয়ে থাক; আজ রাতেই সটকে পড়বো—বুঝলি। বেশি কিছু বোঝা নিস্ নে।

শা। আজই ?

বি। হ্যাঁ, আজই, কেন কি হল ?

শা। না কিছু হয়নি।—দাঁড়া [দ্রুত প্রস্থান ও পুঃ প্রবেশ] এই টাকা দু'টো আমাদের উড়ে ঠাকুরটাকে দিয়ে আয়।

বি। কেন ?

শা। মানে—ওর ঠেনে ধার নিয়েছিলাম। কখন রওয়ানা হবি ?

বি। এই একটু পরেই—তুই চট করে তৈরী হয়ে নে—আমি আসছি বুঝলি।

[প্রস্থান]

(শান্তি হাতের মাদুলীটিকে নমস্কার করিয়া খুসী মনে
চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—
একটা তাড়ির বোতল হাতে দৌড়াইয়া **চন্দনার**)
প্রবেশ পশ্চাতে **প্রবীর**

প্র। এই শান্তি দি, চন্দনাকে আমার বোতল দিতে বল। নইলে ভাল হবে না বল্‌ছি।

চ। না দেবো না—পুরো একটা বোতল গিলেছো—আজ আর পাবে না।

প্র। কেন ? আমার যত ইচ্ছে খাবো তাতে তোর কি ? তুই আমার কে ?

চ। কেউ না। কিন্তু আমাদের পয়সায় অত তাড়ি ভাঙ্ চলবে না।

প্র। ওঃ চল্‌বে না !

শা। হ্যাঁ প্রবীরবাবু, এখান থেকে কতদূর যাওয়া যায ?

প্র। মানে ?

শা। এখান থেকে অনেক দূর তো যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা কোথায়, কতদূর ? সেখানকার লোকজনও কি এখানকার মত ?

প্র। শান্তি দি, তুমি মুখ খিস্তি না করলে কবি হতে। চন্দনা এক ঢোক দে ভাই। শান্তিদি বড় জবর কথা জিজ্ঞেস করেছে। দূর, কতদূর, দূর কাকে বলে। [সতর্কতার সঙ্গে সুন্দরের প্রবেশ] এক ঢোক দে চন্দনা তোকে খুব ভালো বাসবো।

শা। ওকে বেই করে ফেলনা—তাহলে রোজ রোজ আর খোসামোদ করতে হবেনা।

চ। কি হচ্ছে মাইরি, কেন বাজে বকছিস্।

শা। ওঃ—খুব হয়েছে আর ন্যাকা সাজতে হবেনা, সেদিন নরেন বাবুর কাছে—

চ। ভাল হচ্ছেনা বলছি শান্তিদি, অমন করলে আমি এক্ষুনি চলে যাবো। এই নাও তোমার বোতল, খুব খাও—আমার কি ? [প্রবীর বোতল খুলিয়া এক কোনে যাইয়া বসিল ; চন্দনার প্রস্থান]

সু। আজ্ঞে না এখানে মিটিং হবার কথা শান্তিদি।

শা। তাইতো ফুলো সাজিয়ে রেখেছি। ওই বুঝি ওঁরা এলেন। আমি চলি। [প্রস্থান]

[**শচীন, মরণ ও কার্যকরী সমিতির সভ্যদের**
(মমতাজ ব্যতীত) **প্রবেশ** সবাই দুঃখে মুহ্যমান। বসিল]

ম°। আপনারা বসুন, আমি দোকান থেকে [কথাটা শান্তিকে শুনাইয়া] চা নিয়ে আসি।

শ। নরেন বাবু কই ?

ম। তাইতো নরেন দা কই—আমাদের দেরী দেখে কাছে পিঠে কোথাও গেছে বোধ হয়। আসবে এক্ষুনি।

(প্রস্থান)

[সকলে আস্তে আস্তে কথা বলিতেছে। শচীন একটা বিড়ি ধরাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়িল।

প্র। "ভাবিতে উচিৎ ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"

[কেহ কোন উচ্য বাচ্য করিল না]

[আবৃত্তি] "সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সংকটের কল্পনাতে হওনা ম্রিয়মান
মুক্ত কর ভয়
আপনা মাঝে শক্তি ধর নিজেরে কর জয়।" [হাসিয়া উঠিল]

[নরেনের প্রবেশ]

ন। এই যে শচীন বাবু। আপনাদের দেরী দেখে একটু বেড়িয়েছিলাম। কাল স্কুলটা আরম্ভ করবো। কয়েকজনকে খবর দিয়ে এলাম, আসবেন। Strike call off করেছেন ?

শ। না এখনও করিনি। ভাব্‌ছি কি বলে call off করি। সোজা হেরে গেছি বললে ইউনিয়ান টাকে আর বাঁচানো যাবেনা।

ন—আর মিথ্যে বলবেন না শচীন বাবু মিথ্যে কথায় বড় মুস্‌কিল। একবার বল্‌লে আর রক্ষে নেই, দেখুননা—strike করলেই জয় হবে ইত্যাদি বলেছেন—হয়ত না জেনেই মিথ্যে বলেছেন—এখন ঐ একটা মিথ্যেকে ঢাকতে গিয়ে হাজার মিথ্যে বল্‌তে হবে—এমনি করে মিথ্যের হাত থেকে কোনদিন রেহাই পাবেন না। মিথ্যে বড় পাজি জিনিষ।

শ। কিন্তু ইউনিয়ানটা বাঁচাতে হবে তো ?

ন। নিশ্চয়।

শ। আর মিথ্যে বলবো কেন—বলবো পুলিশ লাগিয়ে, ইউনিয়ানের অফিস্ পুড়িয়ে, খবরের কাগজে প্রচার বন্ধ করে, অন্যায় ভাবে আমাদের হারিয়েছে।

ন। আসলে কি তাই ? যখন strike করেছিলেন তখন কি এগুলো জানতেন না ? তার চেয়ে আসুন স্কুলটা গড়ে তুলি। আপনার ইউনিয়ানের সভ্যদের সেখানে নিয়ে আসুন। যে হাতিয়ার দিয়ে লড়াই হবে আসুন আগে সেটা খাঁটি জিনিষ দিয়ে তৈরী করি।

(**মরণের** চা লইয়া **প্রবেশ**। সবাইকে চা দিল।
সকলের নীরবে চা পান। প্রবীর আসিয়া কার্য্যকরী
সমিতির সভ্যদের কাছে বসিল।)

প্র। কি গো, তোমরা বুঝি হেরে গেছো। তাই মন বড় খারাপ, না ? তা চা খেলে কি আর মন ভাল হবে ? নিকোটিনের কম্ম নয়, এখন চাই spirit। লাও, এখন একটু একটু গেল দেখি—দেখবে চাংগা হয়ে উঠবে। লাও মরন—তোমার আজ হাতে খড়ি হোক্।

ম। না না ও আমি খাই না।

প্র। আঁরে লাও লাও, অমন্ হয়, ওকে হারা বলে না। কে বলে আমরা হেরেছি। ও নরেনের কথা শুনো না, ওটা বড্ডো বাজে বকে। লাও অমন মুখ গোমড়া করে থাকে না। ও আমার ভালো লাগে না। হারবো কেন ? এই তো সবে লড়াইর সুরু—এরই মধ্যে হার জিৎ, আরে ছোঃ। কি হে মরণ, কি গো, বলো ? তোমরা হেরেছো ? বল্‌তে পারলে না তো। জানি বলতে পারবেনা। কক্ষনো হেরে গেছি বলবেনা, বল্‌লেই মুস্‌কিল।

সবাইতো কাজে ফিরে গেছে। যাও, তোমরাও যাও, নইলে ওদের আর ফিরে পাবেনা। লাও একটা গান ধর তাড়ি আর গান দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। নাও ধর, সবাই ধর—

[প্রবীর ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করিয়া গান গাইতে লাগিল]

গান

আকাশ জুড়ে ঝড় এসেছে
যাত্রী আমি নেইক' সাথী
চলার পথে নেমে এলো
তিমিরঘন নিবিড় রাতি।
বাদলঝরা অন্ধকারে
দিশা হারাই বনের ধারে
অট্টহাসির রোলে লাগে
দুর্য্যোগেরি মাতামাতি॥
পথ কোথা যে হারিয়ে গেল
মেলেনাক' তার নিশানা
কখন কবে কেমন করে
ফিরে পাব সেই ঠিকানা
হয়তো এ' বৈশাখী ঝড়ে
ডাকছে রে পথ চেনা স্বরে
মেঘ চিরে তাই ঝল্‌সে ওঠে
বিদ্যুতেরি হাজার বাতি॥

[ইতিমধ্যে নরেন ও শচীন ব্যতীত সবাই চলিয়া গেল। **চন্দনার প্রবেশ**]

প্র। একি! কেউ গাইল না?! সবাই চলে গেল? গাইলে যে ওদের ভাল

হতো—গাইলে যে ওদের ভাল হতো। সবাই চলে গেল! জানি এদের কিচ্ছু হবেনা। কোন দিন কিচ্ছু হবে না। তব্ হঠাৎ কেন জানি মনে হল একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলুম।

ন। [দৃঢ়তার সঙ্গে] প্রবীর, তুমি প্রাণে বেঁচে গেছো, কিন্তু তোমায় মানুষের সংস্পর্শে আশা উচিত নয়। তুমি একাই বড আঘাত পেয়েছো, না? আর লক্ষ লক্ষ লোক, যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায় সহায় সম্বল হীন হয়নি? তারা কি সব শ্মশান ঘাটে গিয়ে বসে আছে? তোমার মত শুভনাস্তিক মানুষের সব চেয়ে বড শত্রু। মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবাব তোমার কোন অধিকার নেই।

প্র। হাঃ হাঃ হাঃ আমার অধিকার নেই—অধিকার আছে তোমাদেব—না? আলেয়ার আলো দেখিয়ে আর কতকাল ভোলাবে? আচ্ছা—তাই হোক, আমি আর বাধা দিতে আসবোনা। কিন্তু তাই বলে আমি আর ভুলছিনা—আমি আর ভুলছিনা।

(প্রস্থান)

শ। আজ আসি নরেন বাবু। Strike টা formally call off করিগে।—তারপর যা হয় করা যাবে। (প্রস্থান)

চ। প্রবীর বাবু কোথায় গেল?

ন। দেখতো ও কোথায় গেল।

(চন্দনার প্রস্থান)

কি হে সুন্দর, তুমি চুপটি করে বসে আছো যে? লোকেনের আড্ডা তো ভাঙ্গলো—এখন কি করবে?

সু। ভাবছি আজ রাতটার মত এখানেই থেকে যাই—তারপর কাল যা হয় করবো।

ন। বেশ তো—শান্তিকে ভাত বাড়তে বলো।

সু। না আমি খাবো না। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই।

ন। না না তা কি হয়—

(মরণের দ্রুত প্রবেশ)

ম। নরেনদা, শান্তিকে দেখছি না তো! বিষনটাই বা গেল কোথায়! শান্তির ঘরে ওর কাপড় চোপড়ও নেই, সুটকেশটাও দেখছিনা!

ন। সে কি!

ম। আমার মনে হয় ওরা পালিয়েছে। আমি আগেই জানতুম ও পালাবে বিষনের সঙ্গে। আমি যাই খুঁজে দেখিগে। ওরা নিশ্চয় পালিয়েছে।

(প্রস্থান)

ন। তাই তো!

(একটু পরে)

ন। অনেক রাত হলো। বড় ঘুম পাচ্ছে। চল শুয়ে পড়ি। তুমি বিষনের খাটিয়াটাতেই শোও।

(একগ্লাস জল খাইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিল। নরেন বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। রাস্তায় একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। নরেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল)

কি সুন্দর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি—বাতিটা কমিয়ে দি, কেমন? একটু সজাগ থেকো। মরণ হয়তো এক্ষুনি ফিরে আসবে। খুঁজে কি আর পাবে ওদের।

(নরেন বাতি কমাইল। উভয়ে শুইয়া পড়িল। রাস্তায় গ্যাসের স্তিমিত আলোর রশ্মি জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষন পর জানালায় লোকেনের মুখ দেখা

গেল। সুন্দর ও লোকেন দৃষ্টি বিনিময় করিতে লোকেন সরিয়া গেল। সুন্দর জামার নিচ হইতে একটা ছোরা বাহির করিয়া বালিশের তলায় লুকাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া নরেনকে লক্ষ করিতে লাগিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এমনি সময়)

চ। [নেপথ্যে] নরেন বাবু নরেন বাবু শিগ্‌গির আসুন। সর্ব্বনাশ হয়ে গ্যাছে—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে !

ন। [ধড়মড় করিয়া উঠিয়া] কি হল ? চন্দনার গলা না ?—কি হয়েছে সুন্দর ?

সু। [ঘাবড়াইয়া যাইয়া] এ্যা—হ্যাঁ—কি জানি—

ন। চলতো দেখি।

(প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

লোকেনের ঘর—স্কুলে রূপান্তরিত

বেঞ্চির ওপর গ্লোবটা রাখা হয়েছে। হারমনিয়ামটা নিচে। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ, ও বিদ্যাসাগরের ছবিতে মালা পরানো হয়েছে। দেয়ালের মাঝখানে একটা সোলার চাঁদমালা ঝুলছে। আমপাতা ও সোলার ফুলের মালা দিয়ে ঘরটাকে সাজানো হয়েছে। টেবিলটা, কুঁজো ও গ্লাস গুলো নেই। একটা নতুন কুঁজো ও গ্লাস সেখানে রাখা হয়েছে। পেছনের দেয়ালে ডান দিকে ব্ল্যাক বোর্ডটা টাঙ্গানো।

অশ্রুসিক্ত নয়নে চন্দনা মাদুর পাতিতেছে। **শ্রীদামের প্রবেশ।**

শ্রী। নাঃ আজকে কাজটা আরম্ভ না করলেই হতো। নরেন দা এখনও ফিরল না। এদিকে লোক জন সব এসে পড়বে এক্ষুনি। [“মিস্” করিয়া মুখে একটি মুস্কিল জ্ঞাপক আওয়াজ করিল]

(কাবুলিওয়ালার প্রবেশ)

কা। [ঘরটা দেখিয়া] বাঃ বাঃ বহোত বড়িয়া হুয়া [চন্দনাকে দেখিয়া] আরে ক্যায়া মায়ি তুতো কান্দিয়ে কান্দিয়ে আঁখ ফুলায়ে ফেল্‌ছিস্‌। তু কান্দলে কি আর উ ঘুমকে আস্‌বে? প্রবীর বাবু কিনো এ্যায়সা কাম করলো—বহোৎ আচ্ছা আদমি থে!

(চন্দনার পাশের ঘরে প্রস্থান)

উ প্রবীর বাবুকো বহোৎ পিয়ার করতো উস্‌কা দিল টুটিয়া গেছে। নরেন বাবু কিধর গিলো?

শ্রী। এখনো থানা পুলিশ করে ফেরেন—দেখো কি মুস্কিলেই পড়লাম! এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সবাইকে খবর দিতে পারলে স্কুলটা আজ আর আরম্ভ করতাম না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি করে আর খবর দি। লোক জন সব এক্ষুনি সব এসে পড়বে অথচ নরেনদার পাত্তা নেই।

(গোপালের প্রবেশ ও গ্লোবটা দেখিয়া খুবাংযা)

গো। ওটা কি ?

শ্রী। ওটা তোর মাথা।

গো। আমায় দাওনা, বল খেলবো।

শ্রী। হ্যাঁরে গোপাল, তুই একবার ছুট্টে থানায় দেখে আসতে পারিস নরেনদা কি করছে দেখা হলে তাড়াতাড়ি আসতে বলবি।

গো। ওটা যদি আমায় দাও ত একটা কথা বলবো।

শ্রী। কিসের কথা ?

গো। আগে বল ওটা আমায় দেবে—আমায় বলতে মানা করেছে।

শ্রী। কে মানা করেছে ?

গো। লোকেন চক্কোত্তি।

শ্রী। লোকেন ? কোথায় ও—?

গো। হুঁ হুঁ, বিচ্ছু বলবো না, আগে বলো ওটা আমায় দেবে ?

শ্রী। ওটা দিয়েতো খেলতে পারবি না—ওটা পৃথিবী, বড় শক্ত—তোকে একটা রবারের বল কিনে দেবো।

গো। দেবেতো—তোমাদের বাবা বিশ্বাস নেই।

শ্রী। দেবোরে দেবো।

গো। বলো—মাইরী।

শ্রী। মাইরী বলছি দেবো, এখন তুই বল লোকেন অবার কি করছে ?

গো। ও কিরম সেজেছে মাইরী! [হাসিতে লাগিল]

[নরেনের প্রবেশ, পরিশ্রান্ত]

শ্রী। এই যে নরেন দা, উঃ কি দেরী করলেন—

ন। প্রবীরের পকেটে একটা চিঠি ছিলো—তার নকল আনতেই যত দেরী হয়ে গেল। স্কুল তাহলে আজই আরম্ভ হবে? আমি ভাবলুম এই গোলমালের মধ্যে আজ আর আরম্ভ হলো না। যাক্—ভালই হল। [ধীরে ঘরটিকে দেখিতে লাগিল।]

শ্রী। লোকেন আবার কি করছে শুনুন—এই গোপাল, বল্না!

কা। আরে ছোড়ো ভাই—উ বদমাস্‌কা বাৎ—ও ক্যায়া করেগা—তোম ঘাবড়াও নেহি।

[কয়েকজন বস্তি অধিবাসীর প্রবেশ]

১ম ব্য। কিহে শ্রীদাম, ইস্কুল তাহলে হচ্ছে? আমরা ভাবলুম প্রবীর পাগলা মরে বুঝি বাগড়া দিয়ে গেলো।

শ্রী। তোমরা এলেই হবে—বসো বসো। [সকলে বসিল]

শ্রী। হ্যাঁ নরেনদা—প্রবীর বাবু চিঠিতে কি লিখেছে একবার বলুন না। [নরেন কি যেন ভাবিতে লাগিল, সবাই উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল]

ন। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া] লিখেছে ওর নিজের মরার জন্যে ও নিজেই দায়ী

[সকলের অলক্ষে **চন্দনার প্রবেশ**।
গোপাল চন্দনার কাছে যাইয়া দাঁড়াইতে
চন্দনা গোপালকে কাছে টানিয়া লইল]

শ্রী। ব্যাস্?

ন। না—আরও অনেক কথা লিখেছে। ও ঠিক তোমরা বুঝবে না।

কা। আপ জেরা সমঝাকে বোলিয়ে না। হাম কাল ঘর যায়েঙ্গে, আউর কভি শুন্‌নে নেহি পায়গা।

ন। বড় ভুল হয়ে গ্যাছে খাঁ সাহেব বড় ভুল হয়ে গেছে। [একটু পরে] প্রবীরটা খুব ভাল লোক ছিলো, কোনদিন কারুর কোন অনিষ্ট করেনি অথচ দাঙ্গার সময় ওর বোন অমনিভাবে মারা গেল, তাতে ও কিরকম হয়ে গিয়েছিল দেখেছোতো।—ওকে আমরা বাঁচিয়ে তুলেছিলাম বটে কিন্তু ওর দুনিয়াটার প্রতি এমন একটা অবিশ্বাসের ভাব এসে গিস্‌লো যে কেউ কোনদিন সুখে থাকতে পারবে এ চিন্তাই আর ও করতে পারতো না। দেখোনি, আমরা যখন স্কুল করার চেষ্টা করছিলাম ও কিরকম ঠাট্টা করতো। আমি তখন ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছি, ওকে বকেছি—ওটা ঠিক হয়নি—বড়ো ভুল হয়ে গেছে। [একটু চুপ করিয়া] অসুস্থ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই—তাকে সেবা করতে হয়। [আরও কয়েকজন লোকের প্রবেশ। ঘরটি পরিদর্শন ও উপবেশন]

শ্রী। কিন্তু এতে আত্মহত্যা করার কি হল ?

ন। তোমার যদি মনে হয় তুমি বেঁচে থাকলে খালি দুঃখই পাবে তখন তুমি কি করবে ? এ অবস্থায় মানুষ যা তা করতে পারে।

সকলে নিরব। একটু পরে

ন। [নরেন যেন আপন মনেই বলে চলেছে।] চার ধারে এত ঘৃণা, বিদ্বেষ, ভয়—মানুষ যেন ভালবাসা, স্নেহ, মমতা এসব ভুলেই গ্যাছে। এদেশের লোক, ওদেশের লোককে এ ধর্ম্মের লোক ও ধর্ম্মের লোককে, এমনকি পাড়া প্রতিবেশীরা—এক পরিবারের লোকরাও, এ ওকে সে তাকে শুধু হিংসা করে, ভয় করে, ঘৃণা করে। এমন একটা বিচ্ছিরি ভাব হয়েছে

চার দিকে—ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ, যেন কিছুই নেই—এই দেখোনা চোখের ওপর লোকেনকে তো দেখেছো—ওকে আর কি দোষ দেবো—অনেক জানিয়ে শুনিয়ে লোকই ভাবে যেমন করে পারো বাঁচতে যদি চাও তো তোমায় অত ভাল মন্দ বিবেচনা করলে চলবে না। [সবাই নীরব] যাক্ সে কথা।—মরনটা এখনও ফিরল না—কোথায় যে গেলো !

গো। [এগিয়ে সে] আমি জানি—কিন্তু বলবো না—

ন। কেন রে ?

লো। লোকেন আমায় কেটে ফেলবে

[**লোকেনের** ফোঁটা তিলক কাটিয়া নামাবলী গায়ে **প্রবেশ**, গোপাল সরিয়া গেল]

ন। আরে, একি হে লোকেন !

কা। আরে, এ তু ক্যায়া বনগিয়া লোকেন !

লো। [কাবুলী ওয়ালাকে লক্ষ করিয়া বস্তুত পক্ষে নরেনকে] আমার সব্বনাশ করে ন্যাকাপনা হচ্ছে।

ন। বসো বসো—কি ব্যাপার বলতো ?

লো। আর ব্যাপার বাবু—দু'টো করে খাচ্ছিলুম—কে যেন [অর্থাৎ নরেন] পুলিশের কাছে শাত শতর লাগিয়ে আমার ভাত মারার ব্যবস্থা করেছে। ভগবান যদি থাকেন তো তার সুখে দিন যাবে না।

কা। লোকেন্স, হামার লিয়ে তো ভগবান নেহি হাঁমারা লিয়ে খোদা আছে।

নো। ও, তাহলে তোমারই এ কাজ।

(কাবুলীওয়ালা হাসিতে লাগিল)

হয়েছে হয়েছে, আর দাঁত ক্যালাতে হবে না।…পুলিশ ব্যবসাতো তুলে দিল কিন্তু কি করে খাবো তাতো বলে দিল না।

ন। পুলিশের কাজ হচ্ছে তোমার অন্যায় করতে না দেওয়া, অন্যায় না করতে

পারলেই তোমায় বাঁচবার জন্যে ভাল রাস্তা খুজতে হবে। তোমার ব্যবসাটাতো ভাল ছিল না।

লো। তা ভাল হবে কেন—আমি যমের অরুচি লোকগুলোর খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দিতাম কিনা—তা ভাল হবে কেন—না খেতে দিয়ে যে হাজার হাজার লোককে মেরে ফেলা হচ্ছে সেটা খুব সৎকর্ম্ম হচ্ছে, না ?

ন। না, তাও ভাল হচ্ছে না—যাক্ সে কথা, এখন কি করবে ?

কা। উ আভি ধরমকা ব্যবসা করবে।

লো। হয়েছে হয়েছে, তোমায় তো কেউ ফাজলামো করতে ডাকেনি—সাধে কি মোছলমান বলে !

ন। আমি বলি আমাদের সঙ্গে থেকে যাও, কোথায় আর যাবে।

লো। না বাবু এখানে আর থাকবো না। ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই করেন [গোপাল শ্রীদামকে চুপি চুপি কি বলিল] আমি কাশী চলে যাচ্ছি—তাই যাবার সময় একবার দেখা করতে এলাম। আপনাদের শ্রীচরনে যদি কিছু অন্যায় করে থাকি ক্ষেমা ঘেন্না করে নেবেন। ঐ কানা খোঁড়া গুলোকে একটু দেখবেন—ওরা আমারই ওপর ভরসা করে ছিল।

কা। হামভি কাল মুল্লুক যাইতেছে বাবু সাব।

শ্রী। লোকেন, মরণকে কোথায় রেখে এসেছো ?

লো। সে কি কথা—মরণকে আমি কোথায় পাবো ! গোপ্‌লাটা বলছিলো বুঝি—ওরে তিলে খচ্চর !

শ্রী। মরণকে তুমি কি শিখিয়েছো ?

লো। কি যে বলছো তুমি—

(মাতাল অবস্থায় **মরণের প্রবেশ**। হাতে তাড়ির ভাঁড়)

এই তো মরণ—কিরে, আমি নাকি তোকে কি শিখিয়েছি, এ্যাঁ—? বলে "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।"

ম। কি গো বন্ধুরা সব, অমন গোমড়া মুখো হয়ে বসে আছো কেন ?

শ্রী। কোথায় ছিলে সারাদিন—এদিকে কত কাণ্ড হয়ে গেল—প্রবীর বাবু নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে।

ম। বেশ করেছে। গলা যখন কাটা যাবে তখন নিজের গলা নিজে কাটাই ভালো। বেঁচে কি হবে ? বাঁচতে চাইলেই কি বাঁচা যায় বাবা। আমি তো বাঁচতেই চেয়েছিলাম। শান্তিটা পালিয়ে গেল একটা গাঁটকাটার সঙ্গে। যা মাগী যা, তোর গলাও কাটা যাবে, পালিয়ে কি আর বাঁচা যায় বাবা।

ন। মরন, বসো। [মরন কথাটা শুনিল না]

কা। সেলাম বাবু সাব - সেলাম ভাঁইও। হাম চলে [নরেন কে] আভি আপকা ইস্কুল হইল—বহোৎ বড়িয়া হইল, জোরসে কাম সুরু করিয়ে।

ম। কি বাবা, তুমিও পালাচ্ছো ?

কা। নেহি মরণ হাম ঘর যাতেহে।

ম। বাড়ী যাচ্ছো ? তোমার বৌর কছে ? বাঃ বাঃ, যাও। একটু খেয়ে যাও—তোমায় আজ ঘটা করে বিদেয় দেবো। আমাদের ছোট সাহেব যখন বিলেত্র গেল বিয়ে করতে, তিন পিঁপে মদ লেগেছিল ওকে বিদেয় দিতে। [তাড়ির ভাঁড় দেখাইয়া] খাওনা, একটু খাও। বড়ো ভালো। আগে খাইনি, বড় ঠকেছি। পয়সা লাগবে না, খাও। পয়সা কি হবে ? শান্তিটা নেই। বিযনটাও চলে গেল। থাকলে মাগনা মাগনা তাড়ি খেতে পেতো।

লো। [স্বগত] ধুর্, শালা, এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলুম শালা এখন কাঁতুনী গাইছে।

কা। চলে লোকেন।

লো। এসো। [কাবুলীওয়ালার প্রস্থান]

ম। পালিয়ে গেল, ভয় পেয়েছে [চন্দনাকে দেখিয়া] নে নে চন্দনা, একটা মাতালের জন্যে অত আর কাঁদে না। দেখনা শান্তির জন্যে আমি কাঁদছি। তখন সবাই বল্লে সুন্দরকে বিয়ে কর, তা ছুঁড়ি গান শুনেই একেবারে মজে গেল। এখন ঠেলা বোঝ। নে, একটু তাড়ি খাবি ? খা না, বড় ভালো, শান্তিটাকে বিষন মাঝে মাঝে খাওয়াতো—আমি কিছু বলিনি।

শ্রী। চল মরণ তোমায় বাড়ী রেখে আসি—আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

ন। মরণ, অমন কচ্ছ কেন ? শান্তি গেছে তো ভালই হয়েছে—ও যখন তোমাকে চায় না ওকে জোর করে ধরে রাখলে কি ভাল হতো। একটু বসো, চন্দনা, ওর চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে দেতো। [মরণকে] একবার দেখো তোমার স্কুলে কত লোক এসেছে—

ম। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] তুমি চোপরাও। তুমিই সব নষ্টের গোড়া। তোমার জন্যে পাড়া উজাড় হয়ে গেল। লোকেন যাচ্ছে, কানা খোঁড়াগুলো না খেতে পেয়ে মরবে। আগা খাঁও চলে গেল। শান্তি গেল, বিষন গেল—প্রবীরটা মল—সব তোমার জন্যে। কেউ তোরা ওর ইস্কুলে আসিস্ না—ইস্কুল করবে, গুষ্টির পিণ্ডি করবে! কেউ ওর ছায়া মাড়াসনে—ওটা মিথ্যেবাদী—শালাকে ধরে মার [হাতের ভাঁড় ছুঁড়িয়া মারিল] নইলে ও চন্দনাকে নিয়ে পালাবে। [রুখিয়া নরেনকে মারিতে গেলে শ্রীদাম বাধা দিল।

শ্রী। মরণ, কি হচ্ছে!

লো। এতক্ষণে বুদ্ধি খুলেছে। দে না বেটাচ্ছেলেকে পেঁদিয়ে। হারামজাদা আমাদের সুখের সংসার ভেঙ্গে দিল। অমন মেয়ে শান্তি ওরই জন্যে

ঘরের বার হল। আমি তখনই তোকে পঁই পঁই করে বলেছিলাম [মরন জোর করিতে লাগিল]।

ম। দে ছেড়ে দে।

শ্রী। লোকেন, ভাল হচ্ছে না বল্‌ছি !

লো। তুমি আবার ফট ফট করছ কেন ? ওদের ব্যাপারে তোমার মাথা গলাবার দরকার ? তোমার তো আর ঘরের মাগ পালায়নি—

ম। দে ছেড়ে দে [চিৎকার করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।]

লো। ধুর—শালা—শালা আবার ভীরমি খেয়ে পরল, ধ্যাৎ (প্রস্থান)

[সকলে মরনের চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে]

ন। শ্রীদাম, এসো ওকে ভাল করে শুইয়ে দি, তুমি একটু হাওয়া কর। চন্দনা, ওর চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে দে।

(নরেন ও তাহারা তাহাই করিল)

শ্রী। শান্তিটা চলে গিয়ে ওকে বড় কষ্ট দিয়েছে। হঠাৎ বড্ডো তাড়ি খেয়ে মাথাটা বিগড়ে গেছে—একেতো যা শরীরের অবস্থা এখন বাঁচলে হয়।

ন। [একটু পরে—ধীর ও প্রশান্ত কণ্ঠে] ওকে বাঁচাতেই হবে—শুধু বাঁচালেই হবে না—প্রবীরের বেলা বড়ো ভুল হয়ে গিস্‌লো—যাক্ ভুল করেই তো মানুষ শেখে—মরণের বেলা আর ভুল করছিনা। মরণের মুখে যদি আমরা হাসি না ফোটাতে পারি তো আমাদের এ স্কুল বৃথা।

"আকাশ জুড়ে ঝড় এসেছে…" গানটির সুর ভেসে আসতে লাগল।

ধীরে ধীরে **যবনিকা পতন**।